রাযায়েলে আ'মাল

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِهِ الأَمِيْن، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

পাপ যেমনই হোক তা পাপ। আর পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং পাপ কর্মে অবহেলা প্রকাশ করা জ্ঞানীর কাজ নয়। পাপ ছোট হোক অথবা বড়, মহাপাপ হোক অথবা লঘুপাপ তাতে সাজা যখন আছে তখন তা থেকে সতর্ক ও দূরে থাকা সাবধানী মানুষের কাজ। আল্লাহর দরবারে আছে যেমন কর্ম তেমনই সাজা। তাই পাপ করলে সেখানে করা উচিত, যেখানে আল্লাহ পাপীকে দেখতে পান না এবং তত পরিমাণের পাপ করা উচিত, যত পরিমাণের আযাব ভোগ করার সাধ্য তার আছে। পাপ বৃহৎ না ক্ষুদ্র তা দেখা উচিত নয়। উচিত হল, যাঁর অবাধ্যাচরণ করে পাপ হয় তিনি কত বড়। যেমন পাপ করার সময় এমন আশাবাদী হওয়াও উচিত নয় যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, দয়াবান। তার এ পাপ মাফ করে দেবেন। কারণ, “তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতাও।” *(সূরা ফুসসিলাত ৪৩ আয়াত)*

অতিমহাপাপ (শির্ক) এর শাস্তি আল্লাহ মকুব করবেন না। এমন পাপীকে বিনা তওবায় আল্লাহ ক্ষমাও করবেন না। সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী।

লঘু বা উপপাপ ক্ষমার্হ। বিভিন্ন মসীবত ও ইবাদতের বদৌলতে আল্লাহ এ পাপের পাপী বান্দাকে ক্ষমা করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। অবশ্য লঘুপাপ বেশী আকারে স্তুপীকৃত হলে তা যে গুরুপাপে পরিণত হয় তা বলাই বাহুল্য।

বড় গোনাহ বা মহাপাপের পাপীকে বিনা তওবায় আল্লাহ ক্ষমা করেন না। (অবশ্য কোন কোন ওলামার মতে কোন কোন ইবাদতের বদৌলতে মহাপাপও মাফ হয়ে যায়।) তবে কিয়ামতে আল্লাহ তাআলা এমন পাপীকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন; নচেৎ জাহান্নামে দিয়ে উপযুক্ত আযাব ও শাস্তি ভোগ করাবেন। অতঃপর এমন মহাপাপীর হৃদয়ে যদি ঈমান অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ, কুফরী ও শির্ক না করে থাকে) তাহলে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়ে পরিশেষে আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সহিত শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তবে

এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। *(সূরা নিসা ৪৮, ১১৬আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর (কাবীরা গোনাহ) তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলিকে আমি মোচন করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। *(সূরা নিসা ৩১ আয়াত)*

এমন কাবীরা গোনাহ যে কত প্রকার তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ও সীমা নেই। তবে ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তা হল ৭০ প্রকার। সে যাই হোক, সকল কাবীরা এক সমান নয়। যেমন হত্যা করা, ব্যভিচার করা ও গীবত করা কাবীরা গোনাহ। কিন্তু উক্ত তিনটি পাপের মধ্যে তারতম্য স্পষ্ট।

কোন্ কুকর্ম করলে কাবীরাহ গোনাহ হয় তা জানার উপায় এই যে, সে কর্মের শাস্তিস্বরূপ কোন নির্দিষ্ট দন্ডবিধি শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে, অথবা বলা হয়েছে যে, যে সে কাজ করবে তার উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হবেন, বা পরকালে তার আযাব হবে (জাহান্নামে যাবে), বা তার উপর আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূলের অভিশাপ। অথবা আল্লাহ বা রসূল তার সাথে সম্পর্কহীন, অথবা তার ঈমান নেই, অথবা সে মুসলিমদের দলভুক্ত নয় -ইত্যাদি বলে ধমক দেওয়া হয়েছে।

আবার এ সকল পাপের শাস্তি আরো গুরুতর হয় যদি তার পাপী জ্ঞান-পাপী হয় অথবা একই পাপের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটায় অথবা সে তা কোন পবিত্রতম এবং অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন কাল, পাত্র বা স্থানে ঘটিয়ে থাকে।

সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, ‘যে করে পাপ, সে সাত বেটার বাপ।’ পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কথা ধ্রুব সত্য। এ জন্যই তো “দুনিয়া মুমিনদের পক্ষে কারাগার এবং কাফেরদের জন্য (গুলজার) বেহেশ্ত স্বরূপ।” *(মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৩৪১২ নং)* কিন্তু পাপী দুনিয়াতে ‘সাত বেটার বাপ’ হলেও আখেরাতে সে নিহাতই নিঃস্ব ও মিসকীন। পক্ষান্তরে একথাও সত্য যে, ‘যখন তখন করে পাপ সময় বুঝে ফলে।’

সুতরাং কিছু পাপ আছে যার সাজা দুনিয়াতেই পাওয়া যায়। নচেৎ পাপের শাস্তি ভোগ করার কঠিনতম ও ভয়ঙ্কর কাল হল পরকাল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴾

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়াবান। ওদের কৃতকর্মের ফলে তিনি ওদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে ওদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু ওদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রয়েছে, যা থেকে ওদের কোন পরিত্রাণ নেই। *(সূরা কাহাফ ৫৮-আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে চলমান কোন জীবকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে গেলে আল্লাহর সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে। (তখন তিনি তাদেরকে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন।) *(সূরা ফাত্বির ৪৫ আয়াত)*

আবার তিনি বলেন,

অর্থাৎ, মানুষের কর্মদোষে জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে আসে। *(সূরা রূম ৪১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

অর্থাৎ, তোমাদের উপর যে সব বিপদ-আপদ আসে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। *(সূরা শূরা ৩০ আয়াত)*

আর ত্বরান্বিত শাস্তির ফলেই ধ্বংস হয়েছে বহু উম্মত। কুরআন ও সুন্নায় এ কথার ভূরি ভূরি নজীর বর্তমান।

সুতরাং পাপ থেকে তওবা করা এবং সাবধান ও সতর্ক থাকা মুমিনের কর্তব্য।

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, “মুমিন জানে, আল্লাহ যা বলেছেন তার অন্যথা হবে না। মুমিনের কর্ম সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর প্রতি সেই অধিক ভয় রাখে। পবর্ত-সম কিছু দান করলেও যেন তা স্বল্প মনে করে। সে যত সৎকর্ম ও ইবাদত বেশী বেশী করে তত তার মনে ভয় হয়। মনে করে, হয়তো তা কবুল হবে না,

হয়তো নাজাত পাবে না।

আর মুনাফিক বলে, 'এমন লোক কত আছে। আমাকে আল্লাহ মাফ করে দেবে। আমি তো এমন কিছু পাপ করিনি!' সে কর্ম তো করে মন্দ। কিন্তু আল্লাহর নিকট আশা রাখে বড়।" *(যুহদ, ইবনে মুবারক ১৮৮পৃঃ)*

অবশ্য পাপের কথা মুমিনের বিস্মৃত হতে পারে অথবা সে পাপের শাস্তিভারকে লঘুজ্ঞান করতে পারে। তাই তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠকের খিদমতে এই সংকলিত পুস্তিকা-খানি সেই প্রয়োজন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি সতর্ক-পত্র মাত্র। 'ফাযায়েলে আ'মাল' এর মতই এই পুস্তিকাটিরও একটি করে বিষয় যদি মসজিদে মসজিদে কোন একটি নামাযের পর পঠিত হয় তাহলে সে উদ্দেশ্য সফল হবে -ইন শাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে পাপের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিয়ে তওবা ও পূর্ণ ঈমানের পথ দেখান। আমীন।

বিনীত
সংকলক
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী
আল-মাজমাআহ, সউদী আরব
২৬/৩/১৪১৯ হিঃ
২০/৭/৯৮ ইং

আমলে লোকপ্রদর্শন হতে ভীতি-প্রদর্শন

১- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তাঁর (পৃথিবীতে) দেওয়া সকল নেয়ামত স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে আদেশ করা হবে। তাঁরা তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ; যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। তাঁরা তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুজীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে

দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, ‘তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কি আমল করে এসেছ?’ সে বলবে, ‘যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।’ তখন আল্লাহ বলবেন, ‘মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।’ অতঃপর ফিরিশ্তাবর্গকে হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং, নাসাঈ)*

২- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন।” *(ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৩ নং)*

৩- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, “আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক?” আমরা বললাম, ‘অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “গুপ্ত শির্ক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্য কেউ তার নামায পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার নামাযকে আরো অধিক সুন্দর করে পড়ে।” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৭ নং)*

৪- হযরত মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল ছোট শির্ক।” সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কি জিনিস?’ উত্তরে তিনি বললেন, “রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ যখন (কিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান

করবেন তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, ‘তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন করে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!” *(আহমদ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, বাইহাকীর যুহদ, সহীহ তারগীব ২৯ নং)*

কিতাব ও সুন্নাহ বর্জন করা এবং বিদআত ও প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হওয়া থেকে ভীতি-প্রদর্শন

৫- হযরত মুআবিয়াহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, “শোনো! তোমাদের পূর্বে যে কিতাবধারী জাতি ছিল তারা ৭২ ফির্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফির্কায়; এদের মধ্যে ৭২টি ফির্কাহ হবে জাহান্নামী আর একটি মাত্র জান্নাতী। আর ঐ ফির্কাটি হল (আহলে) জামাআত। *(আহমদ, আবূ দাঊদ)*

কিছু বর্ণনায় আছে, “ঐ দলটি হল সেই লোকদের, যারা আমার এবং আমার সাহাবাবর্গের মতাদর্শে কায়েম থাকবে।” *(তিরমিযী, প্রভৃতি দেখুন, সহীহ তারগীব ৪৮ নং)*

৬- হযরত আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “---আর ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল; এমন কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার আনুগত্য করা হয় এবং নিজের মনে গর্ব অনুভব করা।” *(বায্যার, বাইহাকী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫০নং)*

৭- উক্ত আনাস ﵁ হতেই বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না) যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে।” *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৫১ নং)*

৮- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।” *(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান, আহমদ, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৩ নং)*

৯- হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সে ব্যক্তি আমার সুন্নত (তরীকা) হতে বিমুখতা প্রকাশ করে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়।” *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১নং)*

১০- ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, “অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জ্বল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।” *(ইবনে আবী আসেম, আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

১১- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ বলেন, ‘অবশ্যই এই কুরআন (কিয়ামতে) গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে, এ তাকে জান্নাতের প্রতি পথ প্রদর্শন করবে। আর যে ব্যক্তি একে বর্জন করবে অথবা এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে (অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বললেন) তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।’ *(বাযযার, উক্তিটি ইবনে মসঊদের, সহীহ তারগীব ৩৯নং)*

অনুসরণীয় মন্দ কর্মের সূচনা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১২- হযরত জারীর ﷺ কর্তৃক মুযার গোত্রের দারিদ্রের কাহিনীতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো রীতি (বা কর্ম) প্রবর্তিত করে তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব (প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি (বা কর্মের) সূচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের সমপরিমাণ পাপও যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (বা কর্ম) করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হ্রাস করা হয় না।” *(মুসলিম ১০১৭নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

১৩- হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যখনই একটি জীবন অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে তখনই সেই পাপের একটি অংশ

আদমের প্রথম পুত্র (কাবিলের) ঘাড়ে বর্তাবে। কারণ, সে-ই (পৃথিবীতে) প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যাকাণ্ডের সূচনা ঘটিয়ে যায়।” *(বুখারী ৩৩৩৫, মুসলিম ১৬৭৭নং, তিরমিযী)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এর উপর মিথ্যা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৪- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করল সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল।” *(বুখারী ১১০, মুসলিম ৩ নং)*

১৫- সামুরাহ বিন জুনদুব رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার তরফ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে বিশ্বাস করে যে তা মিথ্যা। তবে সেও মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।” *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, প্রভৃতি)*

উলামা ও মাননীয় ব্যক্তিবর্গকে অপমানিত করা এবং তাঁদেরকে অগ্রাহ্য করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৬- হযরত উবাদাহ বিন সামেত رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।” *(আহমদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫ নং)*

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৭- হযরত আবূ হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন ইল্ম অনুসন্ধান করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, ঐ ইল্ম যদি কোন পার্থিব বিষয় লাভের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা করে থাকে তবে সে কিয়ামতের দিন বেহেশ্তের সুগন্ধটুকুও পাবে না।” *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৯ নং)*

১৮- হযরত কা’ব বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি উলামাদের সহিত তর্ক করার জন্য, অথবা মূর্খ লোকেদের সহিত বচসা করার জন্য এবং জন সাধারণের সমর্থন (বা অর্থ) কুড়াবার জন্য ইলম্ অন্বেষণ করে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নাম প্রবেশ করাবেন।” *(তিরমিযী, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, হাকেম, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১০০ নং)*

১৯- হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা উলামাগণের সহিত তর্ক-বাহাস করার উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা করো না, ইল্ম দ্বারা মূর্খ লোকেদের সহিত বাগ্‌বিতন্ডা করো না এবং তদ্দ্বারা আসন, পদ বা নেতৃত্ব) লাভের আশা করো না। কারণ, যে ব্যক্তি তা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।” *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১০১নং)*

২০- হযরত ইবনে মসউদ ﷺ বলেন, ‘তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে। যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, ‘এ কাজ গর্হিত!’

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, ‘(হে ইবনে মসউদ!) এমনটি কখন ঘটবে?’ তিনি বললেন, ‘যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।’ *(আব্দুর রায্যাক এটিকে ইবনে মসউদের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করছেন। সহীহ তারগীব ১০৫নং)*

ইল্‌ম গোপন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

অর্থাৎ, আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, তা মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৯ আয়াত)*

অর্থাৎ, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে নিজেদের উদর পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তারাই সুপথের বদলে কুপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে, (দোযখের) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল! *(ঐ ১৭৪-১৭৫ আয়াত)*

২১- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ইল্‌ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন করে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের একটি লাগাম পরানো হবে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, হাকেম অনুরূপ।)*

ইবনে মাজার এক বর্ণনায় আছে, তিনি ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার সংরক্ষিত (ও জানা) ইল্‌ম গোপন করবে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন মুখে আগুনের লাগাম দেওয়া অবস্থায় হাযির করা হবে।" *(সহীহ তারগীব ১১৫ নং)*

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করা এবং যা বলা হয় তা নিজে না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, হে মু’মিনগণ! তোমরা যা নিজে কর না তা তোমরা (অপরকে করতে) বল কেন? তোমরা যা নিজে কর না তা তোমাদের বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ্ ২-৩ আয়াত)*

২২- হযরত উসামাহ বিন যায়েদ ﷜ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, ‘ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?’ সে বলবে, ‘(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।” *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং)*

২৩- হযরত আনাস ﷜ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আমি মি’রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁইচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে জিবরীল! ওরা কারা?’ তিনি বললেন, ‘ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেরা যা করত না তা (অপরকে করতে) বলে বেড়াত।” *(আহমদ ৩/১২০ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১২০নং)*

২৪- হযরত আবূ বারযাহ আসলামী ﷜ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তার আয়ু প্রসঙ্গে কৈফিয়ত করা হবে যে, সে আয়ু কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্ম প্রসঙ্গে কৈফিয়ত তলব করা হবে যে, সে তাতে কতটুকু আমল করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কোন্ উপায়ে উপার্জন করেছে? এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে? আর তার

দেহ বিষয়ে কৈফিয়ত করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে?” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১২ ১নং)*

২৫- উক্ত হযরত আবূ বারযাহ আসলামী ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি লোকেদেরকে ভালো শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভুলে বসে সেই ব্যক্তির উদাহরণ একটি (প্রদীপের) পলিতার মত; যে লোকেদেরকে আলো দান করে, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে!” *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১২৫নং)*

ইল্‌ম ও কুরআন শিক্ষায় বড়াই করা হতে ভীতিপ্রদর্শন

২৬- হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ইসলাম বিজয় লাভ করবে। যার ফলশ্রুতিতে বণিক্‌দল সমুদ্রে বাণিজ্য-সফর করবে। এমন কি অশ্বদল আল্লাহর পথে (জিহাদে) অবতরণ করবে। অতঃপর এমন একদল লোক প্রকাশ পাবে; যারা কুরআন পাঠ করবে (দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করে ক্বারী ও আলেম হবে)। তারা (বড়াই করে) বলবে, ‘আমাদের চেয়ে ভালো ক্বারী আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় আলেম আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় ফকীহ (দ্বীন-বিষয়ক পন্ডিত) আর কে আছে?’

অতঃপর নবী ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, “ওদের মধ্যে কি কোন প্রকারের মঙ্গল থাকবে?” সকলে বলল, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন।’ তিনি বললেন, “ওরা তোমাদেরই মধ্য হতে এই উম্মতেরই দলভুক্ত। কিন্তু ওরা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।” *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, বায্যার, সহীহ তারগীব ১৩০ নং)*

তর্ক-বাহাস ও কলহ-বিবাদ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৭- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ এর (হুজরার) দরজার নিকট বসে (কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে) আলাপ-আলোচনা করছিলাম; ও একটি আয়াত নিয়ে এবং এ একটি আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল। এমন সময় আল্লাহর রসূল ﷺ এমন অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন, যেন তাঁর চেহারায় বেদানার দানা নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ রাগে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেছে।) অতঃপর তিনি বললেন, "আরে! তোমরা কি এই করার জন্য প্রেরিত হয়েছ? তোমরা কি এই করতে আদিষ্ট হয়েছ?! তোমরা আমার পরে পুনরায় এমন কুফরী অবস্থায় ফিরে যেও না, যাতে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু কর।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৩৫ নং)*

২৮- হযরত আবু উমামা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হেদায়াতপ্রাপ্তির পর যে জাতিই পথভ্রষ্ট হয়েছে সেই জাতির মধ্যেই কলহ-প্রিয়তা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।" অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন।

﴿ ﴾

অর্থাৎ, তারা তোমার সামনে যে উদাহরণ পেশ করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। *(সূরা যুখরুফ ৫৮ আয়াত)* *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, সহীহ তারগীব ১৩৬নং)*

২৯- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ হল কঠিন ঝগড়াটে ও হুজ্জতকারী ব্যক্তি।" *(বুখারী ২৪৫৭, মুসলিম ২৬৬৮ নং প্রমুখ)*

৩০- আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কুরআন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী।" *(আবূ দাঊদ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১৩৮নং)*

পবিত্রতা অধ্যায়

রাস্তা, ছায়া ও ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩১- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা দুই অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ।” লোকেরা বলল, ‘দুই অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম কি, হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “লোকেদের রাস্তায় ও ছায়াতে প্রস্রাব-পায়খানা করা।” *(মুসলিম ২৬৯নং, আবূ দাউদ প্রমুখ)*

৩২- হযরত মুআয বিন জাবাল ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।” *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৪১ নং)*

৩৩- হযরত হুযাইফাহ বিন আসীদ ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।” *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ১৪৩ নং)*

দেহ বা কাপড়ে পেশাবের ছিটা লাগা এবং তা থেকে সতর্ক না থাকা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৪- ইবনে আব্বাস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা দু’টি কবরের পাশ বেয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, “এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোন কঠিন কাজের জন্য ওদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য সে কাজ ছিল বড় গোনাহর। ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি চুগলখোরী করে বেড়াত, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব থেকে সতর্ক হত না--।” *(বুখারী ২১৮ প্রভৃতি, মুসলিম ২৯২ নং প্রমুখ)*

৩৫- হযরত আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব এই প্রস্রাব (থেকে সাবধান না হওয়ার) ফলেই হয়ে থাকে।” *(দারাকুত্বনী, সহীহ তারগীব ১৫১ নং)*

৩৬- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অধিকাংশ কবরের আযাব প্রস্রাবের (ছিটা গায়ে লাগার) কারণে হবে।” *(আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৫৩ নং)*

পুরুষদের নগ্নাবস্থায় এবং মহিলাদের যে কোন অবস্থায় সাধারণ গোসলখানায় যাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৭- হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! অবশ্যই আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন অবশ্যই এমন (ভোজনের) দস্তরখানে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন সাধারণ গোসলখানায় বিবস্ত্র হয়ে প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে না দেয়।” *(আহমদ, সহীহ তারগীব ১৬০নং)*

৩৮- হযরত উম্মে দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সাধারণ গোসলখানা হতে বের হলাম। ইত্যবসরে নবী ﷺ এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, “কোত্থেকে, হে উম্মে দারদা?!” আমি বললাম, ‘গোসলখানা থেকে।’ তিনি বললেন, “সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যে কোনও মহিলা তার কোন মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে সে তার ও দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।” *(আহমদ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ১৬২নং)*

❖ বলা বাহুল্য ফাঁকা পুকুর বা নদী ও সমুদ্র ঘাটে মহিলাদের খোলামেলা ভাবে গোসল করা হারাম, তথা বাড়িতে খাস গোসলখানা তৈরী করা ওয়াজেব।

বিনা ওজরে ফরয গোসল করতে দেরী করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৯- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তি এবং খালূক মাখা ব্যক্তি।” *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১৬৭নং)*

❀ খালূক জাফরান প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত মহিলাদের ব্যবহার্য একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ। এটি ব্যবহার করলে দেহে বা পোশাকে লালচে হলুদ রং প্রকাশ পায়। তাই তা পুরুষদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

নাপাক ব্যক্তি বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী-সহবাসের পর সাধারণতঃ ফরয গোসল ত্যাগ করে। এমন ব্যক্তির দ্বীনদারী যে কম এবং অন্তর যে নোংরা তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য নামায নষ্ট না করে কিছু সময়ের জন্য গোসল না করে অবস্থান করা দূষনীয় নয়। যেমন নবী ﷺ সঙ্গম-জনিত নাপাকীর পর ঘুমাতেন। অতঃপর শেষরাত্রে গোসল করতেন। *(সহীহ আবূ দাউদ ২২৩নং)*

পূর্ণরূপে ওযু না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৪০- হযরত আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার উভয় পায়ের গোড়ালী (ভালোরূপে) ধৌত করেনি। এর ফলে তিনি বললেন, "(ঐ) গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ।" *(বুখারী ১৬৫, মুসলিম ২৪২নং)*

নামায অধ্যায়

আযান হওয়ার পর বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

৪১- হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তির মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হয়, অতঃপর বিনা কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না রাখে সে ব্যক্তি মুনাফিক।” *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৫৭নং)*

❁ ‘সে ব্যক্তি মুনাফিক’ ঃ- অর্থাৎ, তার সে কাজ মুনাফিকের কাজ।

মসজিদে ও কিবলার দিকে থুথু ফেলা এবং মসজিদে সাংসারিক কথা বলা, হারানো জিনিস খোঁজা ও বেচা-কেনা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৪২- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ খেজুর কাঁদির ডাঁটা হাতে নিতে পছন্দ করতেন। একদা ঐ ডাঁটা হাতে তিনি মসজিদ প্রবেশ করলেন এবং মসজিদের কিবলায় (দেওয়ালে) কিছু শ্লেষ্মা লেগে আছে তা লক্ষ্য করলেন। তিনি ঐ (ডাঁটা দ্বারা) তা রগড়ে পরিষ্কার করে দিলেন। অতঃপর রাগের সাথে লোকেদেরকে সম্বোধন করে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কি একথা পছন্দ করে যে, কোন ব্যক্তি তাকে সামনে করে তার চেহারায় থুথু মারে?! তোমাদের মধ্যে যখন কেউ নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন তার প্রতিপালক (আল্লাহ) তার সামনে থাকেন এবং তার ডাইনে থাকেন ফিরিশ্তা। সুতরাং সে যেন তার সামনের (কেবলার) দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে----।” *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২৭৮নং)*

৪৩- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিবলার দিকে যে কফ্ ফেলে তার চেহারায় ঐ কফ্ থাকা অবস্থায় সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।” *(বাযযার, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ২৮১নং)*

❁ বলা বাহুল্য নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থাতেও কেবলার দিকে থুথু বা কফ্ ফেলা বৈধ নয়।

৪৪- হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহর কাজ এবং তার কাফ্ফারা হল তা দাফন (পরিষ্কার) করে দেওয়া।" *(বুখারী ৪১৫, মুসলিম ৫৫২ নং প্রমুখ)*

৪৫- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমরা মসজিদে কাউকে কেনা-বেচা করতে দেখবে তখন বলবে, 'আল্লাহ তোমার ব্যবসায় যেন বর্কত না দিন।' আর যখন কাউকে কোন হারানো জিনিস খুঁজতে দেখবে তখন বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন।' *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা, হাকেম,সহীহ তারগীব ২৮৭নং)*

৪৬- হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আখেরী যামানায় এক শ্রেণীর লোক হবে যারা মসজিদে (সাংসারিক) কথা-বার্তা বলবে। এদেরকে নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ২৯২ নং)*

কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, মূলা প্রভৃতি দুর্গন্ধময় জিনিস খেয়ে মসজিদ আসা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৪৭- হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এই সব্জি (পিঁয়াজ-রসুন প্রভৃতি) ভক্ষণ করেছে সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকটবর্তী না হয় এবং আমাদের সহিত নামায না পড়ে।" *(বুখারী ৮৫৬, মুসলিম ৫৬২নং)*

৪৮- হযরত জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পিঁয়াজ ও কুর্রাস খাবে সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ, আদম সন্তান যে বস্তুর মাধ্যমে কষ্ট পেয়ে থাকে ফিরিশ্তাবর্গও তাতে কষ্ট পেয়ে থাকেন।" *(মুসলিম ৫৬৪নং)*

❁ কুর্রাস হল রসূন পাতার মত দেখতে এক প্রকার কাঁচা দুর্গন্ধময় সব্জি, যাকে ইংরেজীতে 'লীক' (Leek) বলা হয়। বলা বাহুল্য, এর চাইতে অধিক দুর্গন্ধময় দ্রব্য বিড়ি-সিগারেট খেয়ে মসজিদে আসা অধিকতর নাজায়েয। বরং

বিড়ি-সিগারেট তো মাদকদ্রব্য। যা সেবন করা শরীয়ত ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানমতে অবৈধ।

এশা ও ফজরের নামাযে অনুপস্থিত থাকা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৪৯- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম্য তা যদি তারা জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।” *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১নং)*

বিনা ওজরে জামাআতে উপস্থিত না হওয়া থেকে ভীতি-প্রদর্শন

৫০- হযরত আবূ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, “যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায় যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।” *(আহমদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৪২২নং)*

৫১- হযরত উসামা বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “লোকেরা জামাআত ত্যাগ করা হতে অবশ্য অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ আমি অবশ্যই তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।” *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৪৩০নং)*

৫২- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ (মসজিদে জামাআতে) উপস্থিত হয় না সে ব্যক্তির কোন ওজর ছাড়া (ঘরে নামায পড়লেও তার) নামাযই হয় না।” *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৪২২নং)*

বিনা ওজরে আসরের নামায ছুটে যাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

৫৩- হযরত বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে সে ব্যক্তির আমল পন্ড হয়ে যায়।” *(বুখারী ৫৫৩, নাসাঈ)*

৫৪- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী বলেন, “যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।” *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬ নং প্রমুখ)*

লোকেরা অপছন্দ করলে ইমামতি করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৫৫- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ কবুল করেন না, তাদের নামায আকাশের দিকে ওঠে না, এমনকি তাদের মাথাও অতিক্রম করে না; (এদের মধ্যে প্রথম হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন জামাআতের ইমামতি করে অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন জানাযার নামায পড়ায় অথচ তাকে পড়তে আদেশ করা হয়নি এবং তৃতীয় হল সেই মহিলা যাকে রাত্রে তার স্বামী (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) ডাকে অথচ সে যেতে অস্বীকার করে।” *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৪৮১, ৪৮২নং)*

৫৬- হযরত আবূ উমামা ﷺ হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; প্রথম হল, পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। দ্বিতীয় হল, এমন মহিলা যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে এবং তৃতীয় হল, সেই জামাআতের ইমাম যাকে ঐ লোকেরা অপছন্দ করে।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৮৩নং)*

প্রথম কাতার ত্যাগ করা এবং কাতার সোজা না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৫৭- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কোন সম্প্রদায় প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পশ্চাদ্বর্তী করে দেবেন।” (অর্থাৎ, জাহান্নামে আটকে রেখে সবার শেষে জান্নাত যেতে দেবেন, আর সে প্রথম দিকে জান্নাত যেতে পারবে না।) *(আউনুল মা’বূদ ২/২৬৪নং, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫০৭নং)*

৫৮- হযরত নু’মান বিন বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা অতি অবশ্যই কাতার সোজা করবে, নতুবা অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের চেহারার মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবেন।” *(মালেক, বুখারী ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬নং প্রমুখ)*

❁ এ পরিবর্তনের অর্থ হল, তাদের চেহারার আকৃতি বদলে দেবেন, অথবা তাদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন।

আবূ দাউদ ও ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় আছে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের প্রতি অভিমুখ করে বললেন, “তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের হৃদয়-মাঝে (পরস্পরের প্রতি) বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেবেন।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘আমি দেখেছি, (প্রত্যেক) লোক তার পার্শ্ববর্তী ভায়ের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু ও গাঁটে গাঁট (টাখ্নাতে টাখ্না) লাগিয়ে দিত।’ *(সহীহ তারগীব ৫০১নং)*

রুকু-সিজদা করার সময় ইমামের আগে আগে মুক্তাদীর মাথা তোলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৫৯- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কারো কি এ কথার ভয় হয় না যে, যখন সে ইমামের পূর্বে নিজের মাথা

তোলে তখন আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তন করে দেবেন, অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেবেন?!” *(বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৪২৭নং প্রমুখ।)*

পূর্ণরূপে রুকূ-সিজদা না করা এবং উভয়ের মাঝে পিঠ সোজা না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৬০- হযরত আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “চোরদের মধ্যে সবচেয়ে জঘণ্যতম চোর হল সেই ব্যক্তি, যে নামায চুরি করে।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে নামায কিভাবে চুরি করে?’ তিনি বললেন, “সে তার নামাযের রুকূ-সিজদা পূর্ণরূপে করে না।” অথবা তিনি বললেন, “সে রুকূ ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা করে না।” (অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে চট্‌পট রুকু-সিজদা করে।) *(আহমদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমা, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫২২নং)*

৬১- হযরত আবু আব্দুল্লাহ আশআরী ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার নামাযে পূর্ণভাবে রুকূ করছে না এবং ঠক্‌ঠক্‌ করে (তাড়াতাড়ি) সিজদা করছে। এ দেখে তিনি বললেন, “এ ব্যক্তি যদি এই অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার মরণ মুহাম্মাদী মিল্লতের উপর হবে না।”

অতঃপর তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি তার রুকূ সম্পূর্ণরূপে করে না এবং ঠকাঠক্‌ (তাড়াহুড়া করে) সিজদা করে তার উদাহরণ সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত যে, একটি অথবা দু’টি খেজুর তো খায়, অথচ তা তাকে মোটেই পরিতৃপ্ত করে না।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, আবূ য়্যা’লা, ইবনে খুযাইমা ৬৬৫নং, সহীহ তারগীব ৫২৬নং)*

নামাযে আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৬২- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “লোকেদের কি হয়েছে যে, ওরা নামাযের মধ্যে ওদের দৃষ্টি আকাশের

দিকে তোলে?” এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য খুব কঠোর হয়ে উঠল। পরিশেষে তিনি বললেন, “অতি অবশ্যই ওরা এ কাজ হতে বিরত হোক, নচেৎ ওদের চক্ষু ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে।” *(বুখারী ৭৫০নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

৬৩- হযরত জাবের বিন সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “নামাযের মধ্যে আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে লোকেরা অতি অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ ওদের দৃষ্টি আর ফিরে না-ও আসতে পারে। (ওরা অন্ধ হয়ে যেতে পারে।)” *(মুসলিম ৪২৮-নং)*

নামাযীর সামনে বেয়ে অতিক্রম করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৬৪- হযরত আবূ জুহাই আব্দুল্লাহ বিন হারিস আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নামাযের সামনে বেয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানত যে, এ কাজে তার কত গোনাহ তাহলে সে অবশ্যই তার সামনে হয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ যাবৎ অপেক্ষা করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করত।”

বর্ণনাকারী আবুন নায্‌র বলেন, আমি জানি না যে, তিনি ‘৪০ দিন’ বললেন অথবা ‘৪০ মাস’ নাকি ‘৪০ বছর।’ *(বুখারী ৫১০, মুসলিম ৫০৭নং, আসহাবে সুনান)*

৬৫- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এমন সুতরার পশ্চাতে নামায পড়ে যা লোকদের থেকে তাকে আড়াল করে, অতঃপর কেউ তার সামনে দিয়ে পার হতে চায় তখন তার উচিত, তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দেওয়া। তাতেও যদি সে অস্বীকার করে (এবং পার হতেই চায়) তবে তার (নামাযীর) উচিত, তার সহিত লড়াই করা। (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেওয়া।) কেননা সে শয়তান।” (অর্থাৎ এ কাজে তার সহায়ক হল শয়তান।) *(বুখারী ৫০২, মুসলিম ৫০৫নং)*

ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করা এবং অবহেলা করে নামাযের সময় পার করে দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু যদি ওরা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদেরকে অব্যাহতি দাও। *(সূরা তাওবাহ ৫ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয় তাহলে ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই। *(ঐ ১১ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও, তাঁকে ভয় কর। নামায কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(সূরা রূম ৩১ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, ওদের পর এল এমন (অপদার্থ) পরবর্তীদল; যারা নামায নষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তি-পরবশ হল। সুতরাং ওরা অচিরেই কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। *(সূরা মারয়্যাম ৫৯ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং দুর্ভোগ সে সব নামাযীদের; যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, যারা (তাতে) লোকপ্রদর্শন করে। *(সূরা মাউন ৪-৬)*

৬৬- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(মুসলিম) ব্যক্তি ও কুফ্‌রের মাঝে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ।" *(আহমদ)*

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "(মুসলিম) ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফ্‌রের মাঝে পার্থক্য হল নামায।" *(মুসলিম ৮২নং)*

৬৭- হযরত বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমাদের এবং ওদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে সে কুফরী করবে। (অথবা কাফের হয়ে যাবে।)” *(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬১ নং)*

৬৮- হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।’ তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর সহিত কাউকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।” *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫৬৬ নং)*

৬৯- হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকীক উকাইলী ﷺ বলেন, “মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবাগণ নামায ত্যাগ ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।” *(তিরমিযী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬২নং)*

৭০- হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে তার দ্বীনই নেই।” *(ইবনে আবী শাইবাহ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৫৭১নং)*

৭১- হযরত আবূ দারদা ﷺ বলেন, “যার নামায নেই তার ঈমানই নেই।” *(ইবনে আব্দুল বার্র, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৭২নং)*

৭২- হযরত নাওফাল বিন মুআবিয়া ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির কোন নামায ছুটে গেল, সে ব্যক্তির পরিবার ও ধন-সম্পদ যেন লুণ্ঠন হয়ে গেল।” *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৭৪নং)*

ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা এবং রাত্রের কিছু সময়ও নামায না পড়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

৭৩- হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর নিকটে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; যে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়। নবী ﷺ বললেন, "সে তো এমন লোক; যার কানে শয়তান পেশাব করে দেয়।" (১) *(বুখারী ১১৪৪, মুসলিম ৭৭৪নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*
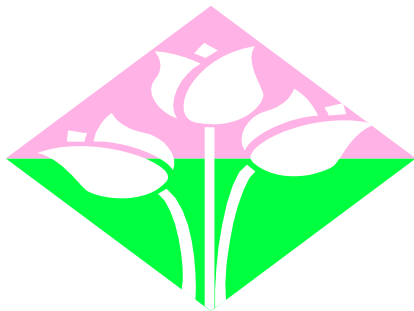
(১) উক্ত হাদীসটিকে হাফেয মুনযেরী ও খাত্বীব তিবরীযী প্রভৃতিগণ তাহাজ্জুদ নামাযে উদ্বুদ্ধকরণের বাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কিছু বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, শয়তান সেই ব্যক্তির কানে পেশাব করে দেয়, যে ব্যক্তি ফজরের নামায না পড়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়। (দেখুন, ফতহুল বারী ৩/৫৩, সহীহ তারগীব ১/৩৩৭, টীকা)

জুমআহ্ অধ্যায়

জুমআর দিন কাতার চিরে আগে যাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

৭৪- হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমআর দিনে এক ব্যক্তি লোকেদের কাতার চিরে (মসজিদের ভিতর) এল। সে সময় নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তাকে দেখে নবী ﷺ বললেন, “বসে যাও, তুমি বেশ কষ্ট দিয়েছ এবং দেরী করেও এসেছ।” *(আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭১৩ নং)*

খুতবা চলাকালে কথা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৭৫- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “জুমআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কথা বললে তুমি অনর্থ কর্ম করলে এবং (জুমআহ) বাতিল করলে।” *(ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৭১৬ নং)*

৭৬- উক্ত হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “জুমআর দিন ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় যদি তুমি তোমার (কথা বলছে এমন) সঙ্গীকে ‘চুপ কর’ বল তাহলে তুমিও অসার কর্ম করবে।” *(বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ৮৫১নং, আসহাবে সুনান, ইবনে খুযাইমাহ)*

❁ ‘অসার বা অনর্থক কর্ম করবে’ এর টীকায় একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে;যেমন জুমআর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। অথবা তোমারও কথা বলা হবে। অথবা তুমিও ভুল করবে। অথবা তোমার জুমআহ বাতিল হয়ে যাবে। অথবা তোমার জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যাবে -ইত্যাদি। তবে বিশেষজ্ঞ উলামাদের নিকট শেষোক্ত ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য। কারণ, এরূপ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৭৭- আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করল, তার স্ত্রীর সুগন্ধি (আতর)

থাকলে তা ব্যবহার করল, উত্তম লেবাস পরিধান করল, অতঃপর (মসজিদে এসে) লোকেদের কাতার চিরে (আগে অতিক্রম) করল না এবং ইমামের উপদেশ দানকালে কোন বাজে কর্ম করল না, সে ব্যক্তির জন্য তা উভয় জুমআর মধ্যবর্তী কৃত পাপের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম করল এবং লোকেদের কাতার চিরে সামনে অতিক্রম করল সে ব্যক্তির জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যাবে।" *(আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৭২০নং)*

বিনা ওজরে জুমআর নামায ত্যাগ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৭৮- হযরত ইবনে মসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন,"আমি ইচ্ছা করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ করে ঐ শ্রেণীর লোকেদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিই যারা জুমআতে অনুপস্থিত থাকে।" *(মুসলিম ৬৫২নং, হাকেম)*

৭৯- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ ও ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁরা শুনেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর মিম্বরের কাঠের উপর বলেছেন যে, "কতক সম্প্রদায় তাদের জুমআহ ত্যাগ করা হতে অতি অবশ্যই বিরত হোক, নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই অবহেলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৮৬৫ নং, ইবনে মাজাহ)*

৮০- হযরত আবুল জা'দ যামরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিনটি জুমআহ ত্যাগ করবে সে ব্যক্তি মুনাফিক।" *(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭২৬নং)*

৮১- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ জুমআর দিন খাড়া হয়ে খুতবা দানকালে বললেন, "সম্ভবতঃ এমনও লোক আছে, যার নিকট জুমআহ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র এক মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাযির হয় না।" দ্বিতীয় বারে তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যার নিকট জুমআহ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাজির হয়

না।” অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি বললেন, “সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যে মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাজির হয় না তার হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।” *(আবূ য়্যা’লা, সহীহ তারগীব ৭৩১নং)*

৮২- হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, “যে ব্যক্তি পরপর ৩ টি জুমআহ ত্যাগ করল সে অবশ্যই ইসলামকে নিজের পিছনে ফেলে দিল।” *(ঐ, সহীহ তারগীব ৭৩২নং)*

সদকাহ অধ্যায়

যাকাত আদায় না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

অর্থাৎ, “যারা স্বর্ণ-রৌপ্য ভান্ডার (জমা) করে রাখে, আর তা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (আর তাদেরকে বলা হবে,) এগুলো তোমরা নিজেদের জন্য যা জমা করেছিলে তাই। সুতরাং যা তোমরা জমা করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর।” *(সূরা তাওবাহ ৩৪-৩৫ আয়াত)*

৮৩- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে না হয় দোযখের দিকে।”

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আর উঁটের ব্যাপারে কি হবে?’ তিনি বললেন, “প্রত্যেক উঁটের মালিকও; যে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না -আর তার অন্যতম হক এই যে, পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ লোকেদের দান করা)- যখন কিয়ামতে দিন আসবে তখন তাকে এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় করে ফেলা হবে। আর তার

উঁটসকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সেই উঁটদল তাদের খুড় দ্বারা তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এইভাবে যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে তখনই পুনরায় প্রথম দলটি উপস্থিত হবে। তার এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা দোযখের।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের মালিককেও; যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা, শিংবিহীন ও শিং-ভাঙ্গা থাকবে না। প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং খুড় দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই (ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে তখনই প্রথম দলটি পুনরায় এসে উপস্থিত হবে। এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে?' তিনি বললেন, "ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে আল্লাহর হক ভুলে যায়নি। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ

করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (দোযখ হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লিখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু’টি ময়দান অতিক্রম করবে তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তাআলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেবেন।

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আর গাধা সম্পর্কে কি হবে?’ তিনি বললেন, “গাধার ব্যাপারে এই ব্যাপকার্থক একক আয়াতটি ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তাও (কিয়ামতে) প্রত্যক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎকার্য করবে সে তাও (সেদিন) প্রত্যক্ষ করবে। *(সূরা যিলযাল) (বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭নং, নাসাঈ, হাদীসের শব্দাবলী সহীহ মুসলিম শরীফের।)*

নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে যে, “যে ব্যক্তিই তার ধন-মালের যাকাত আদায় করবে না সেই ব্যক্তিরই ধন-মাল সেদিন আগুনের সাপরূপে উপস্থিত হবে এবং তদ্দ্বারা তার কপাল, পাঁজর ও পিঠকে দাগা হবে -যে দিনটি হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। এমন আযাব তার ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার-নিষ্পত্তি শেষ না হয়েছে।”

৮৪- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত

আদায় করে না কিয়ামতের দিন তা (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) করে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।' এরপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿

﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮০ আয়াত) (বুখারী ১৪০৩নং, নাসাঈ)*

৮৫- আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ বলেছেন, "সূদখোর, সূদদাতা, সূদের কারবার জেনেও তার দুই সাক্ষ্যদাতা, কোন অঙ্গ দেগে নকশা করে দেয় এবং করায় এমন মহিলা, যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টালবাহানাকারী ব্যক্তি এবং হিজরতের পর মরুবাসী হয়ে ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ এর মুখে অভিশপ্ত।" *(ইবনে খুযাইমা, আহমদ, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭৫২নং)*

৮৬- হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর সাগীর, সহীহ তারগীব ৭৫৭নং)*

৮৭- হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে জাতিই যাকাত প্রদানে বিরত থেকেছে সে জাতিকেই আল্লাহ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, হাকেম, বাইহাকীও অনুরূপ, সহীহ তারগীব ৭৫৮-নং)*

৮৮- হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে

মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

৮৯- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কি কি?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

❁ উপরোক্ত দু'টি হাদীসই যে কত সত্য তা প্রত্যক্ষ করা যায়। নিঃসন্দেহে এমন ভবিষৎবাণী আল্লাহর ওহী এবং এ বাণীর নবী সত্য নবী। সাল্লাল্লাহু আলাইহি অআলা আ-লিহী অআসহাবিহী আজমাঈন।

যাকাত আদায়ে সীমালংঘন ও খেয়ানত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৯০- হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আমরা যাকাত আদায়কারীরূপে নির্বাচন করেছি এবং তার উপর তার রুজী (পারিশ্রমিক) নির্ধারিত করেছি সে ব্যক্তি তা ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে তবে তা খেয়ানত।" *(আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে'৭৭৪নং)*

৯১- হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন তাঁকে (যাকাৎ) সদকাহ আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন তখন বললেন, "হে আবূ অলীদ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তুমি যেন কিয়ামতের দিন (নিজ ঘাড়ে) কোন চিঁহি-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই অথবা মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হয়ো না। (উবাদাহ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি সত্যই তাই?' বললেন, "হ্যাঁ, তাই। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে।" (উবাদাহ) বললেন, 'তাহলে সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন! আমি আপনার (বাইতুল মালের) কোন ব্যাপারে কখনো চাকুরী করব না।' *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৭৫নং)*

৯২- হযরত আবূ হুমাইদ সায়েদী ﷺ বলেন, নবী ﷺ আযদের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মাল সহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের

কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কিনা? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ ﷺ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী ৬৯৭৯, মুসলিম ১৮৩২নং, আবূ দাউদ)*

❁ আদায় করতে গিয়ে কোন উপহার গ্রহণ করায় যদি এই অবস্থা হয় তাহলে জাল চেক নিয়ে আদায় করলে অথবা ৫ কেজিকে ৫ টাকা করলে অথবা ৫০ কে ৫ করলে কি অবস্থা হবে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং মাদ্রাসার আদায়কারীরা উপদেশ গ্রহণ করবেন কি?

যাচ্ঞা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৯৩- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যাচ্ঞা করতে থাকলে পরিশেষে যখন সে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তার মুখমন্ডলে এক টুকরাও মাংস থাকবে না।" *(বুখারী ১৪৭৪, মুসলিম ১০১৪নং, নাসাঈ, আহমদ ২/১৫)*

৯৪- উক্ত হযরত ইবনে উমার ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যাচনা হল কিয়ামতের দিন যাচনাকারীর মুখের ক্ষত-স্বরূপ।" *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৭৮৫নং)*

৯৫- হযরত হুবশী বিন জুনাদাহ ﷺ বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল

ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্ত্বেও যাচনা করে (খায়) সে ব্যক্তি যেন জাহান্নামের অঙ্গার খায়।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে খুযাইমা, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭৯৩নং)*

৯৬- হযরত আবূ হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নিজ মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে লোকেদের নিকট যাচনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে (দোযখের) অঙ্গার যাচ্ঞা করে। চাহে সে কম করুক অথবা বেশী।" *(মুসলিম ১০৪১নং, ইবনে মাজাহ)*

৯৭- হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিনটি বিষয় এমন রয়েছে -সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে -যদি আমি (সেগুলির বাস্তবতার উপরে) শপথ করি (তাহলে অযথা হবে না।) দান করার ফলে মাল কমে যায় না। সুতরাং তোমরা দান কর। যে কোনও বান্দা কারো অন্যায়কে ক্ষমা করে দেবে তার বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। আর যে বান্দা যাচ্ঞার দরজা খুলবে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেবেন।" *(আহমদ, আবূ য়্যা'লা, বাযযার, সহীহ তারগীব ৮০৫ নং)*

আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করা এবং কেউ আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করলে তাকে না দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

৯৮- হযরত আবূ মূসা আশআরী ؓ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, "সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করে। আর সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত, যার নিকট হতে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করা হয় অথচ সে যাচ্ঞাকারীকে দান করে না; যদি সে অবৈধ (বা অবৈধভাবে) কিছু না চেয়ে থাকে তবে। *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮৪১ নং)*

৯৯- হযরত ইবনে আব্বাস ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে ঘৃণ্য লোকের কথা বলে দেব না কি? যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয় অথচ সে তা প্রদান করে না।" *(তিরমিযী,*

নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৪৪নং)

আত্মীয়-স্বজনকে উদ্বৃত্ত মাল না দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

১০০- হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কোন (গরীব) নিকটাত্মীয় যখন তার (ধনী) নিকটাত্মীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার জন্য দোযখ থেকে একটি ‘শুজা’ নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার জিব বের করে মুখ হিলাতে থাকবে। এই সাপকে বেড়িস্বরূপ তার গলায় পরানো হবে।” *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)*

১০১- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে কোনও ব্যক্তির নিকট তার চাচাতো ভাই এসে তার উদ্বৃত্ত মাল চায় এবং সে যদি তাকে তা না দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাকে বঞ্চিত করবেন। আর যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঘাস না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার (কুয়া বা ঝর্ণার) অতিরিক্ত পানিও (গবাদি পশুকে) দান করে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করবেন না।” *(ত্বাবারানীর সাগীর ও আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৮৮৪নং)*

কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১০২- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, প্রত্যহ বান্দাগণ যখন ভোরে ওঠে তখন দুই ফিরিশ্তা আকাশ হতে অবতরণ করেন এবং ওদের একজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও।’ আর অপরজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।” *(বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ১০১০নং)*

১০৩- উক্ত হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ (পীড়িত) বিলাল ﵁ কে দেখতে গেলেন। বিলাল তাঁর জন্য এক স্তুপ

খেজুর বের করলেন। নবী ﷺ বললেন, “হে বিলাল! একি?!” বিলাল বললেন, ‘আমি আপনার জন্য ভরে রেখেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “তুমি কি ভয় কর না যে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনে বাষ্প তৈরী করা হবে? হে বিলাল! তুমি খরচ করে যাও। আর আরশ-ওয়ালার নিকটে (মাল) কম হয়ে যাওয়ার ভয় করো না।” *(আবূ য়্যা’লা, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৯০৯নং)*

উদ্বৃত্ত পানি পিপাসার্তকে দান না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১০৪- হযরত আবূ হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পাপমুক্ত করবেন না এবং তাদের জন্য হবে কঠিন আযাব। ওদের মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি যার নিকট গাছ-পানিহীন প্রান্তরে উদ্বৃত্ত পানি থাকে অথচ সে মুসাফিরকে তা দান করে না।” (এক বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ তাকে বলবেন, ‘আজ আমি নিজ অনুগ্রহ তোমাকে দান করব না, যেমন তুমি তোমার উদ্বৃত্ত জিনিস দান করনি; যা তোমার মেহনতের উপার্জনও ছিল না। *(বুখারী ২৩৬৯, মুসলিম ১০৮-নং আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

উপকারীর কৃতজ্ঞতা না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১০৫- হযরত জাবের ؓ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, আর যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্র আদায় করে না) সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্রী) করে।

আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মত। *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪নং)*

মিথ্যা জাঁক ও ঠাটবাট ঘৃণ্য কাজ। আলেম না হয়েও আলেমের লেবাস পরলে, শিক্ষিত না হয়েও শিক্ষিতের বেশ ধারণ করলে, অথবা যে যা নয় সে তা মিথ্যারূপে ভাবে-ভঙ্গীমায় প্রকাশ করলে মিথ্যা দুই লেবাস পরা হয়।

১০৬- হযরত আশআষ বিন কাইস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্‌র করল না, সে আল্লাহর শুক্‌র করল না।" *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৯৫৭নং, আবূদাউদ ও তিরমিযীও হযরত আবূ হুরাইরা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সহীহ তারগীব ৮৫৯নং)*

শুকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, দাতার-দানের কথা স্বীকার করে, সে কথা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দাতার প্রশংসা করে এবং দাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করে।

রোযা অধ্যায়
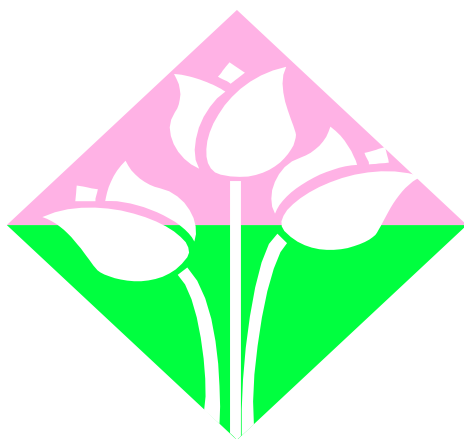
বিনা ওজরে রমযানের রোযা নষ্ট করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১০৭- হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।" *(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৯১নং)*

❁ সুতরাং যারা রোযা মোটেই রাখে না অথবা ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করে তাদের শাস্তি কি তা অনুমেয়।

স্বামী উপস্থিত থাকলে তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১০৮- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মহিলার জন্য এ হালাল নয় যে, তার স্বামী (ঘরে) উপস্থিত থাকাকালে তার বিনা অনুমতিকে সে (নফল) রোযা রাখে এবং তার বিনা অনুমতিতে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে কাউকে অনুমতি দেয়।" *(বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬নং প্রমুখ)*

❁ স্বামীর যৌনসুখে বাধা পড়বে বলে নফল ইবাদত নিষেধ। সুতরাং যে হতভাগীরা রোযা না রেখেও স্বামীর যৌনসুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না অথবা যৌন-মিলনে সম্মত হয় না তাদের জন্য তা হালাল কি?

রোযা রেখে গীবত করা, অশ্লীল ও মিথ্যা বলা প্রভৃতি হতে ভীতি-প্রদর্শন

১০৯- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে (রোযাদার) মিথ্যা কথা এবং অসার কর্ম ত্যাগ করে না তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” *(বুখারী ১৯০৩নং, আসহাবে সুনান)*

সামর্থ্য থাকার সত্ত্বেও কুরবানী না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১১০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে ব্যক্তি যেন আমাদের ঈদগাহে উপস্থিত না হয়। *(হাকেম, সহীহ তারগীব ১০৭২নং)*

হজ্জ্ব অধ্যায়

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার মক্কায় যাওয়ার সামর্থ্য আছে তার পক্ষে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ (ক'াবা) গৃহের হজ্জ করা ফরয। আর যে তা অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ জগতের উপর নির্ভরশীল নন। *(সূরা আ-লি ইমরান ৯৭আয়াত)*

১১১- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে বান্দাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দিয়েছি এবং আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অতঃপর তার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ আমার দিকে (হজ্জব্রত পালন করতে) আগমন করে না সে অবশ্যই বঞ্চিত।" *(ইবনে হিব্বান ৩৬৯৫নং, বাইহাকী ৫/২৬২, আবূ য়্যা'লা ১০৩১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬৬২নং)*

মদীনাবাসীদেরকে সন্ত্রস্ত করা এবং তাদের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা পোষণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১১২- হযরত সাদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তিই মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে সেই ব্যক্তিই গলে যাবে; যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।" *(বুখারী ১৮৭৭, মুসলিম ১৩৮৭ নং)*

১১৩- হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর উপর অত্যাচার করে এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুমি তাকে সন্ত্রস্ত কর। আর এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাবর্গ এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে কোন তওবা (অথবা নফল ইবাদত) এবং মুক্তিপণ (অথবা ফরয ইবাদত) কবুল করা হবে না।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৫১নং)*

জিহাদ অধ্যায়

তীরন্দাজী শিক্ষার পর তা উপেক্ষা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১১৪- হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করে অতঃপর তা উপেক্ষা (ত্যাগ) করে সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা সে ব্যক্তি (আমার) নাফরমান।" *(মুসলিম ১৯১৯, ইবনে মাজাহ ২৮১৪নং)*

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ . ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফেরদের মুখোমুখী হবে তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না। সেদিন যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তন কিংবা নিজ সৈন্যদলে আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত কেউ তার পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলে সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট বাসস্থান। *(সূরা আনফাল ১৫-১৬ আয়াত)*

১১৫- হযরত আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খেয়ানত করা হতে কঠোরভাবে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আর যে (গনীমতে) খেয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা আমল করেছে তার পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান লাভ করবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৬১আয়াত)*

১১৬- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল দেখাশুনা করার জন্য কারকারা নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। সে মারা গেলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “ও তো জাহান্নামী!” (একথা শুনে) তার ব্যাপার দেখতে সকলে তার নিকট উপস্থিত হল; দেখল, একটি আলখাল্লা সে খেয়ানত করে রেখে নিয়েছিল। *(বুখারী ৩০৭৪, ইবনে মাজাহ ২৮৪৯নং)*

১১৭- হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ হুনাইনের দিন গনীমতের একটি উঁটের পাশে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি হাত বাড়িয়ে উঁট থেকে কিছু গ্রহণ করলেন। বুঝা গেল, তিনি কিছু লোম হাতে নিয়েছেন। অতঃপর তা দুটি আঙ্গুলের মাঝে রেখে বললেন, “হে লোক সকল! এ হল তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা অথবা ছুঁচ, এর চাইতে কোন বেশী দামের জিনিস অথবা কম দামের জিনিস তোমরা আদায় (জমা) করে দাও। কেন না, গনীমতের মালে খেয়ানত হল কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা, কলঙ্ক ও দোযখ যাওয়ার কারণ।” *(ইবনে মাজাহ ২৮৫০, সিলসিলা সহীহাহ ৯৮৫নং)*

১১৮- যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, খাইবারের দিন নবী ﷺ এর এক সহচরের মৃত্যু হলে সে কথা তাঁর নিকট উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, “তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।” একথা শুনে লোকেদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, “তোমাদের ঐ সঙ্গী

আল্লাহর পথে খেয়ানত করেছে। (তাই আমি ওর জানাযা পড়ব না।)”

আমরা তার আসবাব-পত্রের তল্লাশী নিলাম, এর ফলে তাতে আমরা ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত একটি মাত্র মালা পেলাম; যার মূল্য দুই দিরহামও নয়!
(মালেক, আহমদ ৪/ ১১৪, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহকামুল জানাইয, আলবানী ৭৯ ও ৮৫পৃঃ)

১১৯- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে গনীমতের মালে খেয়ানতের কথা উল্লেখ করলেন এবং বিষয়টির প্রতি ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, “আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট ঘাড়ে করে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!’ আর আমি বলব, ‘আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট এ (দুরবস্থার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।’

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট ঘোড়া ঘাড়ে করে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে ‘আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!’ তখন আমি বলব, ‘আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করতে সমর্থ নই। আমি তো (পৃথিবীতে) তোমার নিকট (এ দুর্দিনের কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।’

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান।’ আর আমি তখন বলব, ‘আমি তোমার কোন প্রকার সহায়তা করতে সক্ষম নই। আমি তো তোমার নিকট (এ করুণ অবস্থার কথা দুনিয়াতে) পৌঁছে দিয়েছিলাম।’

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিৎকার আওয়াজ-বিশিষ্ট কোন জীব ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!’ আর আমি সে সময় বলব , ‘আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট (এ নিদারুন অবস্থার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।’

আমি তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামতের দিন উড়ন্ত কাপড় ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন!' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট (এ দুর্দশার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন সোনা-চাঁদি ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন!' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে সমর্থ নই। আমি তো (পৃথিবীতে) তোমাকে (শরীয়তের কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।" *(বুখারী ৩০৭৩, মুসলিম ১৮৩১নং, হাদীসের শব্দাবলী ইমাম মুসলিমের।)*

জিহাদ অথবা তার নিয়ত না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১২০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে (জীবনে একটি বারও) জিহাদ করল না, অথবা জিহাদ করার ব্যাপারে নিজ মনে কোন নিয়ত (সংকল্প) করল না সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।" *(মুসলিম ১৯১০নং, আবূদাউদ ২৫০২নং, নাসাঈ)*

যিক্‌র ও দুআ অধ্যায়

কোন মজলিসে বসলে সেখানে আল্লাহর যিক্‌র এবংনবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১২১- হযরত আবূ হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে সম্প্রদায়ই এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে তারা আল্লাহর যিক্‌র করে না এবং নবীর ﷺ উপর দরূদ পাঠ করে না, সেই সম্প্রদায়েরই ক্ষতিকর পরিণাম হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন।” *(আবূ দাউদ, সহীহ তিরমিযী ২৬৯১নং, বাইহাকী, আহমদ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪নং, আর হাদীসের শব্দাবলী তিরমিযীর।)*

১২২- উক্ত হযরত আবূ হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে কোনও সম্প্রদায় কোন মজলিস থেকে আল্লাহ যিক্‌র না করেই উঠে গেল তারা যেন মৃত গাধার মত কোন কিছু হতে উঠে গেল। আর তাদের জন্য রয়েছে পরিতাপ।” *(আবূ দাউদ ৪৮৫৫নং, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭নং)*

❁ *এখানে লক্ষ্যণীয় যে, উচ্চস্বরে, সমস্বরে বা জামাআতী দরূদ-যিক্‌রের কথা বলা হয়নি। আসলে জামাআতী দরূদ-যিক্‌র হল বিদ্‌আত।*

নবী ﷺ এর নাম শুনে দরূদ পাঠ ত্যাগ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১২৩- হযরত হুসাইন رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “বখীল তো সেই ব্যক্তি যার নিকট আমার (নাম) উল্লেখ হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ে না।” *(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ৯০৯নং, হাকেম ১/৫৪৯, সহীহুল জামে’ ২৮৭৮নং)*

১২৪- হযরত আবূ হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তি; যার নিকট আমার (নাম) উল্লেখ হল অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ল না। লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তি যার নিকট রমযান মাস এসে উপস্থিত হল অথচ তার গোনাহ-খাতা মাফ হওয়ার আগেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল। আর লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তিও যার নিকট তার পিতা-

মাতা উভয়ে অথবা তাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হল অথচ তারা তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাতে পারল না।” (অর্থাৎ, তাদের খিদমত করে সে বেহেশ্ত্ যেতে পারল না।) *(তিরমিযী, হাকেম ১/৫৪৯নং, সহীহুল জামে’ ৩৫১০নং)*

অত্যাচারিত ও মুসাফির ব্যক্তি এবং পিতা-মাতার বদ্দুআ হতে ভীতি-প্রদর্শন

১২৫- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিনটি দুআ এমন আছে যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; অত্যাচারিতের দুআ, মুসাফির ব্যক্তির দুআ এবং ছেলের উপর তার মা-বাপের বদ্দুআ।” *(তিরমিযী ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬নং)*
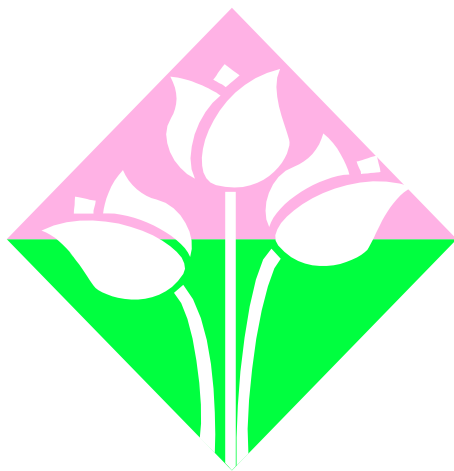
ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়

ধন ও যশ-লোভ হতে ভীতি-প্রদর্শন

১২৬- হযরত কা’ব বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে তার চাইতেও ধনলোভ ও দ্বীনদারীর খ্যাতিলোভ মানুষের অধিক বিনাশ সাধন করে।” *(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২১৮, সহীহুল জামে’ ৫৬২০নং)*

১২৭- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, “আদম সন্তানের মালিকানায় যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয় তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলাষী থাকবে। পরন্তু একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের চোখ (পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।” *(বুখারী ৬৪৩৭, মুসলিম ১০৪৯নং)*

হারাম উপার্জন করা ও খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

১২৮- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র (মালই) কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মুমেনদেরকে সেই আদেশ করেছেন যে আদেশ করেছিলেন আম্বিয়াগণকে। সুতরাং তিনি আম্বিয়াগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মু’মিনূন ৫১ আয়াত)*

আর তিনি (মুমিনদের উদ্দেশ্যে) বলেন,

﴿... ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধূলিমলিন বেশে নিজ হাত দু’টিকে আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে, ‘হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!’ কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে। অতএব তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে? *(মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯নং)*

১২৯- হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা’ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, “হে কা’ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্ত্ প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।” *(দারেমী ২৬৭৪ নং)*

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হযরত কা’ব বিন উজরা ﷺ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন। কা’ব বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “--- হে কা’ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।” *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

লোককে ঠকানো ও ধোকা দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৩০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ (বাজারে) এক রাশীকৃত খাদ্য (শস্যের) কাছে গিয়ে তার ভিতরে হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙ্গুল দ্বারা অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, “ওহে ব্যাপারী! এ কি ব্যাপার?” ব্যাপারী বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।’ তিনি বললেন, “ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” *(মুসলিম ১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

১৩১- হযরত ইবনে মসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোকা ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, সহীহুল জামে’ ৬৪০৮ নং)*

১৩২- হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মুসলিম) ভায়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” *(বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, ইবনে হিব্বান ২৩৫নং)*

মাল গুদামজাত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৩৩- হযরত মা’মার বিন আবী মা’মার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, “পাপী ছাড়া অন্য কেউ (দুষ্প্রাপ্যতার সময়) খাদ্য গুদামজাত করে না।” *(মুসলিম ১৬০৫, আবূ দাউদ ৩৪৪৭, তিরমিযী ১২৬৭, ইবনে মাজাহ ২১৫৪নং)*

ব্যবসায় মিথ্যা বলা এবং সত্য হলেও কসম খাওয়া হতে ব্যবসায়ীদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

১৩৪- হযরত হাকীম বিন হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের) এখতিয়ার থাকে। সুতরাং তারা যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত বিনাশ করে দেওয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বর্কত) বিনষ্ট করে দেয়।” *(বুখারী ২১১৪, মুসলিম ১৫৩২, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

১৩৫- হযরত আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকিয়েও

দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রনাপ্রদ শাস্তি।” তিনি এ কথাটি পুনঃপুনঃ তিনবার বললেন। আমি বললাম, ‘ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “তারা হল, যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে ‘দিয়েছি-দিয়েছি’ বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম করে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।” *(মুসলিম ১০৬, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২২০৮নং)*

১৩৬- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন; (আর তারা হল,) কথায় কথায় শপথকারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী শাসক।” *(নাসাঈ ৫/৮৬, ইবনে হিব্বান ৫৫৩২, সহীহুল জামে' ৮৮০নং)*

ঋণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৩৭- হযরত উকবাহ বিন আমের ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, “নিরাপত্তা লাভের পর তোমরা তোমাদের আত্মাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করো না।” সকলে বলল, ‘তা কি (দ্বারা) হে আল্লাহর রসূল?!’ তিনি বললেন, “ঋণ (দ্বারা)।” *(আহমদ ৪/১৪৬, ত্বাবারানীর কাবীর, আবূ য়্যা'লা ১৭৩৯, বাইহাকীর শুআবুল ইমান, হাকেম২/২৬, সহীহুল জামে' ৭২৫৯নং)*

১৩৮- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি লোকের মাল (ঋণ) নিয়ে তা আদায় করার সংকল্প রাখে সে ব্যক্তির তরফ থেকে আল্লাহ তা আদায় করে দেন। (অর্থাৎ পরিশোধের উপায় সহজ করে দেন।) আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য রেখে লোকেদের মাল গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।” *(বুখারী ২৩৮৭, ইবনে মাজাহ ২৪১১নং)*

১৩৯- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵁ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর ‘হদ্দ’ (দন্ডবিধি) সমূহের কোন হদ্দ্ কায়েমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হল সে ব্যক্তি আল্লাহর অনুশাসনের বিরোধিতা করল।

যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেল (সে ব্যক্তি পরকালে তা পরিশোধ

করবে)। কিন্তু সেদিন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা) দ্বারা নয় বরং নেকী ও গোনাহ দ্বারা (পরিশোধ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্কাতর্কি করে সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করে।

আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন মানুষের চরিত্রে এমন কথা বলে যা তার মধ্যে নেই সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামের নর্দমায় বাস করতে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যা বলেছে তা হতে বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তখন আর সে বের হতে পারবে না।" *(আবূ দাউদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬১৯৬নং)*

১৪০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ এবং অন্যান্য সাহাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁরা বলেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট জানাযা পড়ার জন্য যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুর্দাকে হাযির করা হত তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "ঋণ পরিশোধ করার মত কোন মাল কি ও ছেড়ে যাচ্ছে?" সুতরাং উত্তরে যদি তাঁকে বলা হত যে, 'হ্যাঁ, পরিশোধ করার মত মাল ছেড়ে যাচ্ছে' তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। নচেৎ বলতেন, "তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।"

অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিভিন্ন বিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন, "মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আমিই অধিক হকদার (দায়িত্বশীল।) সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং যে সম্পদ রেখে মারা যাবে তার অধিকারী হবে তার ওয়ারেসীনরা।" *(মুসলিম ১৬১৯নং)*

ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৪১- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম। আর যখন কোন (ঋণদাতা) ব্যক্তিকে কোন ধনীর বরাত দেওয়া হয় তখন সে যেন তার অনুসরণ করে।" *(বুখারী ২২৮৮, মুসলিম ১৫৬৪নং, আসহাবে সুনান)*

১৪২- হযরত শারীদ বিন সুয়াইদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "(ঋণ পরিশোধে) সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা তার সম্ভ্রম ও শাস্তিকে হালাল করে দেয়।" *(আহমদ ৪/২২২, আবূ দাঊদ ৩৬২৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৪২৭, ইবনে হিব্বান ৫০৮৯, হাকেম ৪/ ১০২, সহীহুল জামে' ৫৪৮৭নং)*

❁ ঋণ করে তা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন স্বার্থে তা পরিশোধ করতে টালবাহানা ও ছেঁচড়ামি করলে ঋণদাতার পক্ষে তার এই দুর্ব্যবহারের চর্চা করা বৈধ হয়ে যায়। যেমন বিচার-বিভাগ কর্তৃক তার ঐ টালবাহানার উপর শাস্তি বা জেল দেওয়া ন্যায়সঙ্গত।

১৪৩- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে জাতি পবিত্র হবে না যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে অর্জন না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বায্যার হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে, ত্বাবারানী হযরত ইবনে ﵁ মাসউদ হতে, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১নং)*

মিথ্যা কসম খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৪৪- হযরত ইবনে মাসঊদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মাল অনধিকার আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে কসম করে সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।" আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁ বলেন, অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ এ কথার সমর্থনে আল্লাহর কিতাব থেকে এই আয়াত আমাদের জন্য পাঠ করলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *(সূরা আ-লি ইমরান ৭৭ আয়াত) (বুখারী ৬৬৭৬, ৬৬৭৭, মুসলিম ১১০নং, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

১৪৫- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কাবীরা গোনাহ হল, আল্লাহর সহিত শরীক করা, মা-বাপের অবাধ্যাচরণ করা এবং মিথ্যা কসম করা।” *(বুখারী ৬৬৭৫, তিরমিযী ৩০২১নং, নাসাঈ)*

১৪৬- হযরত ইমরান বিন হুসাইন ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন এমন বিষয়ে (জেনে-শুনে) মিথ্যা কসম খেল; যে বিষয়ে কাফ্ফারা অথবা গোনাহ অনিবার্য, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিল।” *(আবূ দাঊদ ৩২৪২নং, হাকেম ৪/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৩২নং)*

১৪৭- হযরত আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি নিজের কসম দ্বারা কোন মুসলিমের অধিকার হরণ করে সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দোযখ ওয়াজেব এবং বেহেশ্ত্ হারাম করে দেন।” লোকেরা বলল, ‘যদিও সামান্য কিছু হয় তাও, হে আল্লাহর রসূল?!’ বললেন, “যদিও বা পিল্লু (গাছের) একটি ডালও হয়।” *(মালেক, মুসলিম ১৩৭, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৩২৪নং)*

সূদ হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা বলে, ‘বেচা-কেনা তো সূদের মত।’ অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর যারা পুনরায় (সূদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই

দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৬ আয়াত)*

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সূদ ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মু’মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তাহলে জেনে রাখ যে, এ হল আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচারী হবে না এবং অত্যাচারিতও না। *(ঐ ২৭৮-আয়াত)*

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৩০ আয়াত)*

১৪৮- হযরত আবূ হুরাইরা ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।” *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

১৪৯- হযরত জাবের ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, “(পাপে) ওরা সকলেই সমান।” *(মুসলিম ১৫৯৮-নং)*

১৫০- হযরত আবূ জুহাইফা ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর

রসূল ﷺ চামড়ায় দেগে নকশা করায় ও করে এমন মহিলাকে, সূদখোর ও সূদদাতাকে অভিশাপ করেছেন। কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আর মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ২২৩৮, আবু দাউদ ৩৪৮৩নং সংক্ষিপ্তভাবে)*

১৫১- যাঁকে ফিরিশ্তা শেষ গোসল দিয়েছিলেন সেই হানযালার পুত্র আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “জেনেশুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম খাওয়া সূদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।” *(আহমদ ৫/২২৫, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহুল জামে’ ৩৩৭৫নং)*

❁ অর্থাৎ, এক দিরহাম পরিমাণ সূদ খাওয়ার গোনাহ ৩৬ বার ব্যভিচার করার গোনাহ অপেক্ষা অধিক গুরুতর ও বড়। বরং সূদ খাওয়ার সবচেয়ে ছোট গোনাহ হল নিজ মায়ের সহিত ব্যভিচার করার সমান!!

১৫২- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সূদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত!” *(ইবনে মাজাহ ২২৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৪নং)*

১৫৩- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সূদ খাবে তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।” *(ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮নং)*

❁ সূদখোর সূদ খেয়ে তার মালের পরিমাণ যত বেশীই করুক না কেন পরিণামে তা কম হতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে তা প্রচুর মনে হলেও বাস্তবে তার কোন মান ও বর্কত থাকবে না। এ শাস্তি হবে আল্লাহর তরফ হতে।

জমি ইত্যাদি জবর-দখল করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৫৪- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ঘাড়ে ঐ জমির (নীচের) সাত (তবক) জমিনকে বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।” *(বুখারী ২৪৫৩, মুসলিম ১৬১২নং)*

১৫৫- হযরত য়্যা’লা বিন মুর্রাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত খুঁড়তে আদেশ করবেন। অতঃপর তা তার গলায় বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত লোকেদের বিচার-নিষ্পত্তি শেষ হয়েছে (ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাত তবক আধ হাত জমি তার গলায় লটকানো থাকবে)!” *(আহমদ ৪/১৭৩, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে হিব্বান ৫১৪২, সহীহুল জামে’ ২৭২২নং)*

আপোসে গর্ব-প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর-বানানো হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৫৬- হারেসাহ বিন মুযার্রিব বলেন, আমরা খাব্বাব ﷺ এর নিকট তাঁর অসুখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলাম। তখন তিনি (চিকিৎসার জন্য) দেহে সাত সাত বার দাগা নিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, ‘আমার অসুখ লম্বা সময় ধরে রয়ে গেল। যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে একথা বলতে না শুনতাম যে, “তোমরা মৃত্যু কামনা করো না।” তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।’

তিনি আরো বলেছেন, “মানুষের সমস্ত প্রকার খরচে সওয়াব লাভ হয়, কিন্তু মাটি অথবা ঘর-বাড়ির খরচে নয়।” *(তিরমিযী ২৪৮৩নং)*

ইমাম ত্বাবারানী হযরত খাব্বাব ﷺ কর্তৃক হাদীসটিকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন, “ঘর-বাড়ি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে বান্দা যে অর্থই ব্যয় করে সেই অর্থেই সে সওয়াবপ্রাপ্ত হয়।” *(সহীহুল জামে’ ৪৫৬৬ ও ৮০০৭ নং)*

মজুরকে মজুরী না দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৫৭- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী। আর আমি যার প্রতিবাদী হব অবশ্যই তাকে পরাজিত করব। তন্মধ্যে প্রথম হল সেই

ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল; অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।” *(আহমদ ২/৩৫৮, বুখারী ২২২৭ ও ২২৭০নং, ইবনে মাজাহ ২৪৪২নং)*

১৫৮- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সে) ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামাকা পশু হত্যা করে।” *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ১৫৬৭ নং)*

বিবাহ ও দাম্পত্য অধ্যায়

বেগানা মহিলার সহিত নির্জনবাস ও তাকে স্পর্শ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৫৯- হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সাবধান থেকো।”

একথা শুনে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, ‘কিন্তু দেওর সম্বন্ধে আপনার মত কি?’ তিনি বললেন, “দেওর তো মৃত্যুস্বরূপ।” *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

❁ যেহেতু ভাবী-দেওরে অঘটন ঘটা অধিক সম্ভব, তাই সমাজ বিজ্ঞানী নবীর এই সতর্কবাণী।

১৬০- হযরত উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সহিত নির্জনতা অবলম্বন করে তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।” *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

১৬১- হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।” আমরা বললাম, ‘আর আপনারও রক্ত-শিরায়?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ আমারও রক্ত-শিরায়। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

১৬২- হযরত মা’কাল বিন য়্যাসার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয় তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার ছুঁচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ৫০৪৫নং)*

❁ বলা বাহুল্য মিশ্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ট্রেনে-বাসে, হাটে-বাজারে মুসলিমকে এ কথার খেয়াল রেখে চলা অবশ্যকর্তব্য। পর্দাহীনা বা আধুনিকা মহিলা নিজে সতর্ক না হলেও তাকে সতর্ক হতেই হবে। পরিবেশের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে নিশ্চয় গোনাহগার হবে সে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক অতি প্রয়োজনে রোগিণীর দেহ স্পর্শ করতে পারে। নচেৎ অপ্রয়োজনে স্পর্শ করলে সেও পাপী হবে। পুরুষ দর্জি মহিলার কোন জামা থেকে তার

দেহের মাপ নেবে। সরাসরি তার দেহ থেকে মাপ নিতে পারে না। আর ইচ্ছাকৃত কোন অবৈধ মহিলার দেহ স্পর্শ তো পাপ বটেই।

স্বামীকে রাগান্বিত ও তার অবাধ্যাচরণ করা হতে স্ত্রীকে ভীতি-প্রদর্শন

১৬৩- হযরত ইবনে উমার ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯নং)*

১৬৪- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা ﵁ বলেন, "মুআয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন তখন নবী ﷺ কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "একি মুআয?" মুআয বললেন, 'আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে চাইলাম যে, আমরাও আপনার জন্য সিজদা করব।' তা শুনে তিনি ﷺ বললেন "খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! মহিলা তার প্রতিপালক (আল্লাহর) হক ততক্ষণ আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক (অধিকার) আদায় করেছে। (স্বামীর অধিকার আদায় করলে তবেই আল্লাহর অধিকার আদায় হবে, নচেৎ না।) এমন কি সে যদি (সফরের জন্য) কোন বাহনে আরোহিণী থাকে, আর সেই অবস্থায় স্বামী তার দেহ-মিলন চায় তাহলে স্ত্রীর,

'না' বলার অধিকার নেই।" *(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩ নং, আহমদ ৪/৩৮১, ইবনে হিব্বান ৪১৭১ নং, হাকেম ৪/১৭২, বাযযার ১৪৬১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২০৩নং)*

১৬৫- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা সেই মহিলার প্রতি চেয়েও দেখবেন না যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষিণী।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানী, বাযযার, হাকেম ২/১৯০, বাইহাকী ৭/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৯নং)*

❁ কথায় বলে, 'মেয়ে লোকের এমনি স্বভাব, হাজার দিলেও যায় না অভাব।' স্বামীর কৃতঘ্নতা করা স্ত্রীর এক সহজাত অভ্যাস। হাজার করলেও অন্যের স্বামী তার নজরে ভালো হয়। স্বামীর কৃতঘ্নতা (নাশুকরি) করা, তার অনুগ্রহ ও এহসান ভুলা, তার বিরুদ্ধে খামাকা নানান অভিযোগ তোলা, তাকে লানতান করা এবং সে 'হিরো' হলেও তাকে 'জিরো' ভাবা ইত্যাদি কারণেই নারী জাতির অধিকাংশই জাহান্নামী হবে। *(বুখারী ২৯, ৪৩১ প্রভৃতি নং, মুসলিম প্রমুখ)*

১৬৬- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "স্বামী যখন নিজ স্ত্রীকে (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) তার বিছানার দিকে ডাকে এবং সে আসতে অস্বীকার করে, আর এর ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তখন ফিরিশ্তামন্ডলী সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীর উপর অভিশাপ করতে থাকে।" *(বুখারী ৫১৯৩, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১নং, নাসাঈ)*

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাদের মাঝে ইনসাফ না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৬৭- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" *(আহমদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)*

যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আছে তাদেরকে উপেক্ষা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৬৮- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তার উপর যার আহারের দায়িত্ব আছে সে তাকে তা না দিয়ে আটকে রাখে।" *(মুসলিম ৯৯৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় ভিন্ন শব্দে বলা হয়েছে, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যার আহার্য যোগায় তাকে অসহায় ছেড়ে দেয়।" *(আহমদ, আবূ দাউদ ১৬৯২নং, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৪৪৮১ নং)*

১৬৯- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্বাধীন ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে (কিয়ামতে) প্রশ্ন করবেন; 'সে কি তার যথার্থ রক্ষণা-বেক্ষণ করেছে, নাকি তার প্রতি অবহেলা করেছে?' এমন কি গৃহকর্তার নিকট থেকে তার পরিবারের লোকেদের বিষয়েও কৈফিয়ত নেবেন।" *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ৪৪৭৫, সহীহুল জামে' ১৭৭৪নং)*

খারাপ নাম রাখা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৭০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হল শাহানশাহ।" *(বুখারী ৬২০৬, মুসলিম ২১৪৩ নং)*

❁ যে নামে আল্লাহর সমকক্ষতা, মানুষের অহংকার, আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি প্রকাশ পায় সে নাম রাখা বৈধ নয়। 'শাহানশাহ' এর অর্থ হল রাজাধিরাজ। আর সার্বভৌম অধীশ্বর হলেন আল্লাহ। তাই এ নাম কোন মানুষের জন্য সমীচীন নয়। অনুরূপ আব্দুর রসূল, আব্দুন্নবী, রসূল বখ্শ, গোলাম নবী প্রভৃতি নামে শির্ক হয়।

পরের বাপকে বাপ বলা অথবা অন্য প্রভুর প্রতি (মুক্ত দাসের) সম্বন্ধ জুড়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৭১- হযরত সা’দ বিন আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে, অথচ সে জানে যে, সে তার বাপ নয় সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম।” *(বুখারী ৬৭৬৬, ৬৭৬৭, মুসলিম ৬৩নং, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

১৭২- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।” *(আহমদ ২/১৭১, ইবনে মাজাহ ২৬১১, সহীহুল জামে’ ৫৯৮৮নং)*

১৭৩- হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।” *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে’ ৫৯৮৭নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, “এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে কোন নফল অথবা ফরয ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।” *(মুসলিম ১৩৭০নং)*

১৭৪- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধ দাবী করা অথবা ছোট বা নীচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী।” *(আহমদ প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৪৪৮৬নং)*

কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ও কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৭৫- হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমানতের কসম খায়। আর যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সে ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আহমদ ৫/৩৫২, বায্যার, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৮৯, সহীহুল জামে' ৫৪৩৬নং)*

অকারণে স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া হতে স্ত্রীকে ভীতি-প্রদর্শন

১৭৬- হযরত সাউবান ﷺ হতে বর্ণিত, "নবী ﷺ বলেন, যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে।" *(আবূ দাউদ ২২২৬, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনে মাজাহ ২০৫৫নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ৭/৩১৬, সহীহুল জামে' ২৭০৬নং)*

সুসজ্জিতা ও সুবাসিতা হয়ে বাইরে যাওয়া হতে মহিলাকে ভীতি-প্রদর্শন

১৭৭- হযরত আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যার মেয়ে)।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৪০নং)*

❁ সুতরাং যে সব মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন ও পারফিউম ব্যবহার করে বাইরে পুরুষদের ভিড় ঠেলে বাসে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে বা স্কুল-কলেজে যায় তারা ও তাদের অভিভাবকরা সচেতন হবে কি?

কোনও রহস্য, বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলন-রহস্য প্রকাশ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৭৮- হযরত আবূ সাঈদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য মানের ব্যক্তি হল সে, যে স্বামী স্ত্রী-মিলন করে এবং স্ত্রী স্বামী-মিলন করে একে অন্যের মিলন-রহস্য (অপরের নিকট) প্রচার করে।” *(মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০নং)*

পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য অধ্যায়

গাঁটের নীচে পরিহিত কাপড় ঝুলানো হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৭৯- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “লুঙ্গির যেটুকু অংশ গাঁটের নীচে হবে সেটুকু (অঙ্গ) দোযখে যাবে।” *(বুখারী ৫৮৮৭নং, নাসাঈ)*

১৮০- হযরত আবূ যার্র গিফারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে (পাপ হতে) পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” তিনি এ কথাটি পুনঃপুনঃ তিনবার বললেন। আমি বললাম, ‘ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “তারা হল, যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে ‘দিয়েছি-দিয়েছি’ বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম করে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।” *(মুসলিম ১০৬, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২২০৮নং)*

চামড়া বুঝা যায় এমন পাতলা কাপড় পরা হতে মহিলাকে ভীতি-প্রদর্শন

১৮১- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামবাসী হবে যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী হল সেই লোক, যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত

চাবুক; যদ্দ্বারা তারা লোকেদেরকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই মহিলাদল, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উঁটের কুঁজের মত। তারা জান্নাত প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।” *(মুসলিম ২১২৮-নং)*

রেশমবস্ত্র ও সোনা ব্যবহার করা হতে পুরুষদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

১৮২- হযরত উমার বিন খাত্তাব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা রেশমের কাপড় পরো না। কারণ, যে ব্যক্তি তা দুনিয়াতে পরবে সে ব্যক্তি আখেরাতে পরতে পাবে না।” *(বুখারী ৫৮৩৩, মুসলিম ২০৬৯নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

১৮৩- হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, “তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের অঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?”

অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, ‘তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও না। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)’ কিন্তু লোকটি বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।” *(মুসলিম ২০৯০নং)*

❁ আংটিটা কুড়িয়ে তা বিক্রি করে তার মূল্য কাজে লাগানোতে অথবা আত্মীয় মহিলাকে দেওয়াতে কোন গোনাহ ছিল না। তবুও সাহাবী ﵁ রসূল ﷺ এর তা’যীমে তা গ্রহণ করলেন না। বলা বাহুল্য, এটা হল রসূলের চরম আনুগত্যের প্রকৃষ্ট নমুনা।

চাল-চলন, কথাবার্তা অথবা লেবাসে নারী-পুরুষের পরস্পর সাদৃশ্য অবলম্বন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৮৪- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নারীদের বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষ বেশধারিণী নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৮৮৫নং, আসহাবে সুনান)*

১৮৫- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ সেই পুরুষকে অভিশাপ করেন, যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ করেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।” *(আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৫০৯৫নং)*

১৮৬- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে, মেড়া পুরুষ (যে তার স্ত্রী-কন্যার অশ্লীলতায় সম্মত থাকে) এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।” *(নাসাঈ, হাকেম ১/৭২, বাযযার, সহীহুল জামে’ ৩০৬৩নং)*

বিজাতির বেশ ধারণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৮৭- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।” *(আবূ দাউদ, ত্বাবারানীর আউসাত্ব হযরত হুযাইফাহ কর্তৃক, সহীহুল জামে’ ৬১৪৯নং)*

গর্ব ও প্রসিদ্ধিজনক পোশাক পরা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৮৮- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) প্রসিদ্ধিজনক পোশাক পরবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে দোযখের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করবেন।” *(আহমদ ২/৯২, ১৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬০৭, আবূ দাউদ ৪০২৯নং, সহীহুল জামে’ ৬৫২৬নং)*

❁ কেবল প্রসিদ্ধলাভের উদ্দেশ্যে, লোকমাঝে চর্চা হবে এই উদ্দেশ্যে অথবা গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন বিস্ময়কর অদ্ভুত পোশাক ব্যবহার করলে ঐ শাস্তি রয়েছে কিয়ামতে। তাতে সে পোশাক অত্যন্ত মূল্যবান হোক অথবা মামুলী মূল্যের। কারণ মামুলী মূল্যের লেবাস পরেও পরহেযগারী ও দুনিয়া-বৈরাগ্যে প্রসিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্য হতে পারে। অন্য বর্ণনায় আছে, ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরিধান করাবেন।

গোঁফ লম্বা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৮৯- হযরত যায়দ বিন আরকাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি তার গোঁফ ছোট করে না সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। *(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৬৫৩৩নং)*

❁ লক্ষণীয় যে, গোঁফ ছোট করা বা ছাঁটা হল শরীয়তসম্মত ও বিধেয়। পক্ষান্তরে তা চেঁছে ফেলা বিধেয় নয়।

চুল-দাড়িতে কালো কলপ ব্যবহার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৯০- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “শেষ জামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে যারা পায়রার ছাতির মত কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।” *(আবূ দাঊদ ৪২১২, নাসাঈ, সহীহুল জামে’ ৮১৫৩নং)*

অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে দেওয়া ও নিজের মাথায় বাঁধা, অপরের অথবা নিজের দেহে দেগে নক্‌শা করা, অপরের অথবা নিজের চেহারা থেকে লোম তোলা এবং দাঁতের মাঝে ঘসে ফাঁক করা হতে মহিলাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

১৯১- হযরত আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী ﷺ কে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার মেয়ের হাম হয়েছিল। যার ফলে তার মাথার চুল (অনেক) ঝরে গেছে। আর তার বিয়েও দিয়েছি। অতএব তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি কি?’ নবী ﷺ বললেন, “পরচুলা যে লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগিয়ে দেওয়া হয় এমন উভয় মহিলাকেই আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আসমা বলেন, ‘যে অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে দেয় এবং যে নিজের মাথায় তা বাঁধে, এমন উভয় মহিলাকেই নবী ﷺ অভিশাপ করেছেন।’ *(বুখারী ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, ইবনে মাজাহ ১৯৮৮নং)*

১৯২- হযরত ইবনে মসঊদ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলতেন, ‘(হাত বা চেহারায়) দেগে যারা নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে, সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করুন।’

বনী আসাদ গোত্রের এক উম্মে ইয়াকূব নাম্নী মহিলার নিকট এ খবর পৌঁছলে সে এসে ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه কে বলল, ‘আমি শুনলাম, আপনি অমুক অমুক (কাজের) মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।’ তিনি বললেন, ‘যাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন এবং যার উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে তাদেরকে অভিশাপ করতে আমার বাধা কিসের?’ উম্মে ইয়াকূব বলল, ‘আমি (কুরআন মাজীদের) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন তা তো কোথাও পাইনি।’ ইবনে মসঊদ رضي الله عنه বললেন,

‘তুমি যদি (গভীরভাবে) পড়তে তাহলে অবশ্যই সে কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি?’

﴿ ﴾

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।” *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

উম্মে ইয়াকূব বলল, ‘অবশ্যই পড়েছি।’ ইবনে মসঊদ ﷺ বললেন, ‘তাহলে শোন, তিনি ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।’ মহিলাটি বলল, ‘কিন্তু আপনার পরিবারকে তো ঐ কাজ করতে দেখেছি।’ ইবনে মসঊদ ﷺ বললেন, ‘আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ তো।’

মহিলাটি তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজ দাবী অনুযায়ী কিছুই দেখতে পেল না। পরিশেষে ইবনে মসঊদ ﷺ তাকে বললেন, ‘যদি তাই হত তাহলে আমি তার সহিত সঙ্গমই করতাম না।’ *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

১৯৩- হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি মুআবিয়া ﷺ এর হজ্জের বছরে মিম্বরের উপর তাঁকে বলতে শুনেছেন। তিনি এক প্রহরীর হাত থেকে এক গোছা পরচুলা নিয়ে বললেন, ‘হে মদীনাবাসী! কোথায় তোমাদের উলামাগণ? আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর মুখে শুনেছি, তিনি এ জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, “বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হল যখনই তাদের মেয়েরা এই (পরচুলা) ব্যবহার শুরু করল।” *(মালেক, বুখারী ৩৪৬৮, মুসলিম ২১২৭নং, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

বুখারী ও মুসলিমে ইবনুল মুসাইয়িব কর্তৃক এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুআবিয়া মদীনায় এসে আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। আর (তারই মাঝে) এক গোছা পরচুলা বের করে বললেন, ‘ইয়াহুদীরা ছাড়া অন্য কোন (মুসলিম) ব্যক্তি এ জিনিস ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এই (পরচুলা ব্যবহারের) খবর পৌঁছলে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন, ‘জালিয়াতি!’ *(বুখারী ৫৯৩৮নং)*

পানাহার অধ্যায়

সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৯৪- হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি চাঁদির পাত্রে পান করে আসলে সে ব্যক্তি নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্ঢক্ করে পান করে।" *(বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫নং)*

বামহাতে পানাহার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৯৫- হযরত ইবনে উমার ﵄ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাত দ্বারা অবশ্যই না খায় এবং পানও না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।"

বর্ণনাকারী বলেন, (ইবনে উমার ﵄ এর স্বাধীনকৃত দাস তাবেয়ী) নাফে' (রঃ) দুটি কথা আরো বেশী বলতেন, "কেউ যেন বাম হাত দ্বারা কিছু গ্রহণ না করে এবং অনুরূপ তদ্দ্বারা কিছু প্রদানও না করে।" *(মুসলিম ২০২০, তিরমিযী ১৮০০, মালেক, আবূ দাউদ ৩৭৭৬ নং)*

উদর পূর্ণ করে খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৯৬- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিম একটি মাত্র অন্ত্রে খায়, পক্ষান্তারে কাফের খায় সাত অন্ত্রে।" *(বুখারী ৫৩৯৬, মুসলিম ২০৬২নং, ইবনে মাজাহ)*

১৯৭- হযরত মিকদাম বিন মা'দীকারিব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট

যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয় তাহলে যেন সে তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।” *(তিরমিযী ২৩৮০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/ ১২১, সহীহুল জামে’ ৫৬৭৪নং)*

গরীবদেরকে ছেড়ে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং দাওয়াত কবুল না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১৯৮- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ বলতেন, ‘সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হল সেই অলীমার খাবার যার জন্য ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং বাদ দেওয়া হয় গরীবদেরকে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।’ *(বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হল সেই অলীমার খাবার; যাতে তাদেরকে আসতে নিষেধ করা হয় (বা দাওয়াত দেওয়া হয় না) যারা তা খেতে চায় এবং যার প্রতি তাদেরকে আহ্বান করা হয় যারা তা খেতে চায় না। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের না ফরমানী করে।”

শাসন ও বিচার অধ্যায়

বিচার শাসন ও রাজকার্য গ্রহণ করা হতে বিশেষ করে দুর্বল ব্যক্তিকে ভীতি-প্রদর্শন

১৯৯- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিচারক-পদ গ্রহণ করল অথবা যাকে লোকেদের (কাযী বা) বিচারক নিযুক্ত করা হল তাকে যেন বিনা ছুরিতে যবাই করা হল।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭১, তিরমিযী ১৩২৫, ইবনে মাজাহ ২৩০৮, হাকেম ৪/৯১, সহীহুল জামে' ৬৫৯৪ নং)*

২০০- হযরত বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী।

জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল সেও জাহান্নামী।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

২০১- হযরত আবূ মারয়্যাম আযদী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত হল, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।" (তা পূরণ করবেন না।) *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে ৬৫৯৫নং)*

২০২- হযরত আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন শাসনকার্যে নিয়োগ করবেন না কি?' এ কথা শুনে তিনি আমার কাঁধে হাত মারলেন, অতঃপর বললেন, "হে আবূ যার্র! তুমি একজন দুর্বল মানুষ। আর শাসনকার্য এক প্রকার আমানত এবং কিয়ামতের দিন তা হল লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ। অবশ্য সে ব্যক্তির জন্য নয়, যে ব্যক্তি তা যথার্থরূপে গ্রহণ করবে এবং তাতে তার সকল কর্তব্য যথারীতি পালন করবে।" *(মুসলিম ১৮২৫নং)*

২০৩- হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, “হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ! তুমি শাসনকার্য প্রার্থনা করো না। কারণ, তা তোমাকে তোমার বিনা প্রার্থনায় দেওয়া হলে (আল্লাহর তরফ হতে) তাতে তুমি সাহায্য পাবে। পক্ষান্তরে তোমার প্রার্থনার ফলে তা দেওয়া হলে তোমাকে নিঃসঙ্গ তার উপর সোপর্দ করে দেওয়া হবে। (অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে কোন সাহায্য পাবে না।)” *(বুখারী ৭১৪৬, মুসলিম ১৬৫২নং)*

ক্ষমতাসীন (মুসলিম) শাসককে অমান্য করা এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

২০৪- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেন, “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। যে ব্যক্তি আমীর (নেতা বা শাসকের) আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের না ফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

আর ইমাম (রাষ্টনায়ক) তো ঢাল স্বরূপ; যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার সাহায্যে নিজেকে বাঁচানো যায়। সুতরাং সে যদি আল্লাহ-ভীরুতার আদেশ দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে এর বিনিময়ে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। নচেৎ সে যদি এর বিপরীত কর্ম করে তবে তার পাপ তার ঘাড়ে।” *(বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৪১ নং)*

২০৫- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে কোন অপছন্দনীয় কর্ম দেখে সে যেন তাতে ধৈর্য করে। কারণ যে ব্যক্তিই জামাআত হতে অর্ধহাত পরিমাণ বিছিন্ন হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তিই জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।” *(বুখারী ৭০৫৪, মুসলিম ১৮৪৯নং)*

❁ প্রকাশ যে উক্ত হাদীস শরীফে বর্ণিত, আমীর ও জামাআতের অর্থ

বর্তমানের কোন জমাত, দলনেতা ও সংগঠন বা দল নয়। ঐ আমীরের অর্থ হল, ক্ষমতাসীন মুসলিম গভর্নর বা শাসক। আর জামাআতের অর্থ হল, সেই শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ মুসলিমদল।

২০৬- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহ্বান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে হত্যা করবে এবং তার মুমিনকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তিও পূরণ করবে না সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।” *(মুসলিম ১৮৪৮ নং)*

২০৭- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তার (ঐ কাজের) কোন দলীল বা ওজর থাকবে না।

আর যে ব্যক্তি নিজ ঘাড়ে বায়াত না রেখে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।” *(মুসলিম ১৮৫১নং)*

❁ প্রকাশ যে, এখানে বায়াত বলতে মুসলিম রাষ্ট্রনেতার হাতে হাত মিলিয়ে তার আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে, কোন তথাকথিত পীরের হাতে বায়াত করা বা মুরীদ হওয়ার কথা উদ্দেশ্য নয়।

২০৮- হযরত হারেস আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কর্মের আদেশ দিচ্ছি; জামাআতবদ্ধভাবে (একই শাসকের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাহাবা ও তাঁদের অনুগামীদের অনুসারী

হয়ে) বাস কর, শাসকের আদেশ পালন কর, তাঁর অনুগত হও, (প্রয়োজনে) হিজরত কর এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। আর যে ব্যক্তি জামাআত থেকে আধ হাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে যেন ইসলামের রশিকে নিজ গলা হতে খুলে ফেলল। তবে যদি সে পুনরায় জামাআতে ফিরে আসে তবে ভিন্ন কথা।

যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের (অন্ধপক্ষপাতিত্বের) ডাক দেবে সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভূক্ত; যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে ধারণা করে।” *(আহমদ, সহীহ তিরমিযী ২২৯৮, সহীহুল জামে’ ১৭২৮নং)*

বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

২০৯- হযরত আরফাজাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “অদূর ভবিষ্যতে বড় ফিতনা ও ফাসাদের প্রার্দুভাব ঘটবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতিকে (নষ্ট করে) বিচ্ছিন্নতা আনতে চাইবে সে ব্যক্তিকে তোমরা তরবারি দ্বারা হত্যা করে ফেলো; তাতে সে যেই হোক না কেন।” *(মুসলিম ১৮৫২নং)*

২১০- উক্ত সাহাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি যে, “যখন তোমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একই শাসকের শাসনাধীনে ঐক্যপূর্ণ তখন যদি আর এক (শাসক) ব্যক্তি এসে তোমাদের সংহতি নষ্ট করতে চায় এবং জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করো।” *(মুসলিম ১৮৫২নং)*

২১১- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রনায়কের হাতে বায়াত করল এবং এতে তাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ও অন্তস্তল থেকে অঙ্গীকার প্রদান করল তার উচিত, যথাসাধ্য তার (সেই নায়কের সংবিষয়ে) আনুগত্য করা। এরপর যদি অন্য এক (নায়ক) তার ক্ষমতা দখল করতে চায় তবে ঐ দ্বিতীয় নায়কের গর্দান উড়িয়ে দাও।” *(মুসলিম ১৮৪৪নং প্রমুখ)*

মহিলার হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

২১২- হযরত আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসীগণ তাদের রাজক্ষমতা কেসরা (রাজ) কন্যার হাতে তুলে দিয়েছে তখন তিনি বললেন, "সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।" *(বুখারী ৪৪২৫নং)*

দেশের রাজা বা শাসককে অপমানিত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

২১৩- যিয়াদ বিন কুসাইব আদাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ বাকরাহ ﷺ এর সাথে ইবনে আমেরের মিম্বরের নিচে ছিলাম। সে সময় ইবনে আমের ভাষণ দিচ্ছিলেন, আর তাঁর পরনে ছিল পাতলা কাপড়। তা দেখে আবূ বিলাল বলল, 'আমাদের আমীরকে দেখ, ফাসেকদের লেবাস ব্যবহার করে!' তা শুনে আবূ বাকরাহ ﷺ বললেন, 'চুপ করো। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর (বানানো) বাদশাকে অপমানিত করবে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।" *(সহীহ তিরমিযী ১৮১২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৯৭ নং)*

সাহাবাগণ ﷺ কে গালি দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

২১৪- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার সাহাবাগণকে গালি দেবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাবর্গ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ হোক।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩৪০নং)*

২১৫- হযরত আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভালোবাসায় সীমা অতিক্রমকারী এবং

দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী। *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং, মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)*

প্রজার উপর অত্যাচার করা হতে রাজাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

২১৬- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন, অত্যধিক কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী রাজা (শাসক)। *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে’ ৮৮০নং)*

২১৭- উক্ত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে কোন দশ ব্যক্তির আমীরকে কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। পরিশেষে হয় তাকে তার (কৃত) ন্যায়পরায়ণতা বেড়ি-মুক্ত করবে, নচেৎ তার (কৃত) অত্যাচারিতা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।” *(আহমদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ৫৬৯৫নং)*

২১৮- হযরত মা’কাল বিন য়্যাসার ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “যে বান্দাকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ কোন প্রজাদলের রাজা মনোনীত করেন, সে বান্দা যদি তার মৃত্যুর দিনে নিজ প্রজাদের প্রতি প্রতারণা করা অবস্থায় মারা যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।”

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, “বান্দা যদি হিতাকাংখিতার সাথে (প্রজাদের) তত্ত্বাবধান না করে তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।” *(বুখারী ৭১৫০, মুসলিম ১৪২ নং)*

ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

২১৯- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন।’ *(আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/ ১০২- ১০৩, সহী আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)*

অত্যাচার ও অত্যাচারীর বদ্দুআ হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন তখন এমনিভাবেই করে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মর্মন্তুদ, বড়ই কঠোর। *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত)*

২২০- হযরত জাবের ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ, কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।” *(মুসলিম ২৫৭৮-নং)*

২২১- হযরত আবূ মূসা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ অত্যাচারীকে ঢিল দেন। অবশেষে তাকে যখন ধরেন তখন আর ছাড়েন না।” অতঃপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন তখন এমনিভাবেই করে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মর্মন্তুদ, বড়ই কঠোর। *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত) (বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ২৫৮৩, তিরমিযী ৩১১০নং)*

২২২- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের প্রতি তার সম্ভ্রম বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হতে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেওয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে

কেটে নিয়ে (মযলুমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহলে তার (মযলুম) প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে।” *(বুখারী ৩৫৩৪, তিরমিযী ২৪১৯নং)*

২২৩- উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কাকে বলে?” সকলে বলল, ‘আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি যার টাকা-পয়সা নেই এবং কোন সম্পদও নেই।’ তিনি বললেন, “কিন্তু আমার উম্মতের মধ্য হতে (প্রকৃত) নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে, পক্ষান্তরে সে একে গালি দিয়ে থাকবে, ওকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে, এর ধন আত্মসাৎ করে থাকবে, ওর রক্তপাত ঘটিয়ে থাকবে এবং একে মেরে থাকবে (ইত্যাদি)। ফলে সেদিন তার নেকী তার প্রতিবাদীকে প্রদান করে (প্রতিশোধ) দেওয়া হবে। অনুরূপ দেওয়া হবে অন্যান্য (মযলুম) প্রতিবাদীকেও। এতে যদি তার বিচার নিষ্পত্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই তার সমস্ত নেকী নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিবাদীদের গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং পরিশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” *(মুসলিম ২৫৮১, তিরমিযী ২৮১৮নং)*

২২৪- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মুআয ﷺ কে য়্যামান প্রেরণকালে বলেছিলেন, “তুমি মযলুম (অত্যাচারিতের) (বদ) দুআ থেকে সাবধান থেকো। কারণ, অত্যাচারিতের দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না।” (অর্থাৎ, সত্বর কবুল হয়ে যায়।) *(বুখারী ১৪৯৬, মুসলিম ১৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)*

২২৫- হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ কা’ব বিন উজরাহকে বললেন, “আল্লাহ তোমাকে নির্বোধ (আমীর)দের শাসনকাল থেকে আশ্রয় দিন।” কা’ব বললেন, ‘নির্বোধ (আমীর)দের শাসনকাল কি?’ তিনি বললেন, “আমার পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর আমীর হবে; যারা আমার আদর্শে আদর্শবান হবে না এবং আমার তরীকাও অবলম্বন করবে না। সুতরাং যারা (তাদের দ্বারে দ্বারস্থ হয়ে) তাদের মিথ্যাবাদিতা সত্ত্বেও তাদেরকে সত্যবাদী মনে করবে এবং অত্যাচারে (ফতোয়া ইত্যাদি দ্বারা) তাদেরকে

সহযোগিতা করবে তারা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই। তারা আমার 'হওয' (কওসারের) পানি পান করার জন্য উপস্থিত হতে পারবে না।

আর যারা তাদের মিথ্যাবাদিতায় তাদেরকে সত্যবাদী জানবে না এবং অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগিতা করবে না তারা আমার দলভুক্ত, আমিও তাদের দলভুক্ত এবং আমার 'হওয' (কওসারের) পানি পান করার জন্য উপস্থিত হতে পারবে।

হে কা'ব বিন উজরাহ! রোযা হল ঢাল স্বরূপ, সদকাহ (দান-খয়রাত) পাপ মোচন করে এবং নামায হল (আল্লাহর) নৈকট্যদাতা অথবা তোমার (ঈমানের) দলীল।

হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস (দেহ) বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না; যা হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে। তার জন্য তো দোযখই উপযুক্ত।

হে কা'ব বিন উজরাহ! মানুষের প্রাত্যহিক কর্মপ্রচেষ্টা দুই ধরনের হয়ে থাকে; কিছু মানুষ তো নিজেদেরকে (সৎকর্মের মাধ্যমে) ক্রয় করে (দোযখ থেকে) মুক্ত করে নেয়। আর কিছু মানুষ (অসৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে বিক্রয় করে ধ্বংস করে দেয়।" *(আহমদ ৩/৩২১, বায্যার ১৬০৯ নং, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ৫০১ নং)*

অপরাধীকে সহযোগিতা করা ও 'হদ্দ' রোধকারী (অন্যায়) সুপারিশ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴾

﴿

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। *(সূরা নিসা ৮৫ আয়াত)*

২২৬- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি

আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর 'হদ্দ' (দন্ডবিধি) সমূহ হতে কোন 'হদ্দ' কায়েম করাতে বাধা সৃষ্টি করে সে ব্যক্তি আল্লাহ আযযা অজাল্লার বিরোধিতা করে।" *(১৩৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)*

২২৭- হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ে নিজ গোত্রকে সহযোগিতা করে (সর্বনাশিতায়) সে ব্যক্তির উদাহরণ সেই উঁটের মত যে কোন কুয়াতে পড়ে যায়। অতঃপর তাকে তার লেজ ধরে তোলার অপচেষ্টা করা হয়। (যা অসম্ভব।)" *(আহমদ, আবূ দাউদ ৫১১৭নং, ইবনে হিব্বান প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫৮৩৮নং)*

❁ বলা বাহুল্য, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ফলে নিজের গোত্রের বা বংশের বা বাড়ির লোকের অন্যায় জেনেও যে তাদেরকে তাদের অন্যায়ে সহযোগিতা করে সে এমন সর্বনাশগ্রস্ত; যার কবল থেকে বাঁচা দুষ্কর।

আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা হতে নেতৃস্থানীয় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে ভীতি-প্রদর্শন

২২৮- মদীনার এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, একদা হযরত মুআবিয়া ﷺ হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এই আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন যে, 'আমার জন্য একটি চিঠি লিখুন এবং তাতে আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন (মন্ত্রণা ও উপদেশ দেন)। আর বেশী ভার দেবেন না।' সুতরাং হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হযরত মুআবিয়া ﷺ কে চিঠিতে লিখলেন যে, 'সালামুন আলাইক। অতঃপর আমি আপনাকে জানাই যে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।" অস্‌সালামু আলাইক্‌।' *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)*

শরয়ী কারণ ছাড়া অকারণে আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

২২৯- হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া প্রদর্শন করে না সে ব্যক্তিকে আল্লাহও দয়া করেন না।” *(বুখারী ৬০১৩, মুসলিম ২৩১৯ নং, তিরমিযী)*

২৩০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত এই হুজরা-ওয়ালা আবুল কাসেম ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারো (হৃদয়) থেকে দয়া, ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।” *(আহমদ, ২/৩০১, আবূ দাউদ ৪৯৪২, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে’ ৭৪৬৭নং)*

২৩১- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি কুরাইশের একদল তরুণের নিকট বেয়ে পার হয়ে (কোথাও) যাচ্ছিলেন; সে সময় তারা একটি পাখি অথবা মুরগীকে বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর ছুঁড়ে হাতের নিশান ঠিক করা শিক্ষা করছিল। আর (মুরগী বা) পাখি-ওয়ালার সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, যে তীর লক্ষ্যচ্যুত হবে সে তীর তার হয়ে যাবে। ওরা ইবনে উমার ﷺ কে দেখতে পেয়ে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, ‘কে এ কাজ করেছে? যে এ কাজ করেছে আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন। অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন যে ব্যক্তি কোন জীবকে (অকারণে তার তীরের) নিশানা বানায়। *(বুখারী ৫৫১৫, মুসলিম ১৯৫৮ নং, হাদীসের শব্দগুচ্ছ ইমাম মুসলিমের।)*

২৩২- উক্ত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গেছে; যাকে সে বেঁধে রেখে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ ধরে খেত।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলাকে আযাব দেওয়া হয়েছে; যাকে সে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে মারাও গিয়েছিল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল তখন খেতেও দেয়নি ও পান

করতেও দেয়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ (গঙ্গাফড়িং) ধরে খেত।" *(বুখারী ২৩৬৫, ৩৪৮২, মুসলিম ২২৪২নং)*

২৩৩- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তওবার নবী আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার অধিকারভুক্ত দাসকে কিছুর অপবাদ দেয় -অথচ সে যা বলছে তা হতে দাস পবিত্র- সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কোড়া মারা হবে। তবে সে যা বলেছে তা সত্য হলে (এ শাস্তি তার হবে না)।" *(বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০ নং, তিরমিযী, আবূ দাউদ)*

২৩৪- হযরত মা'রূর বিন সুয়াইদ বলেন, একদা আবূ যার্র ﷺ কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবাযায় দেখলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তাঁর গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দু'টিকে একত্রে করতেন তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

আবূ যার্র ﷺ বললেন, 'আমি একজন (গোলাম)কে গালি দিয়েছিলাম। তার মা ছিল অনারবীয়। ঐ মা ধরে তাকে বিদ্রূপ করেছিলাম। সে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। এর ফলে তিনি আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে!" অতঃপর তিনি বললেন, "ওরা (দাসগণ) তো তোমাদের ভাই। (তোমাদের মতই মানুষ।) আল্লাহ ওদের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব যে দাস তোমাদের মনমত হবে না তাকে বিক্রয় করে দাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।" *(আবূ দাউদ ৫১৫৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আবূ যার্র ﷺ কে বলেছিলেন, "নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে।" আবূ যার্র বললেন, 'আমার বৃদ্ধ বয়সের এই সময়েও?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায়, তাই পরায় যা সে

নিজে পরে এবং এমন কাজের যেন ভার না দেয় যা করতে সে সক্ষম নয়। পরন্তু যদি সে এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেলে তবে তাতে যেন তাকে সহযোগিতা করে।" *(বুখারী ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১নং)*

২৩৫- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁর নিকট তাঁর খাজাঞ্চী এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলামদেরকে তাদের আহার দিয়েছে কি?' খাজাঞ্চী বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'যাও, তাদেরকে তা দিয়ে দাও। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল তাকে তা (না দিয়ে) আটকে রাখে।" *(মুসলিম ৯৯৬নং)*

২৩৬- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ একটি গাধার পাশ বেয়ে পার হলেন। গাধাটির মুখে দাগার দাগ দেখে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন যে একে দেগেছে।" *(মুসলিম ২১১৬নং)*

❁ বলা বাহুল্য, আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়ার এ তো কতিপয় নমুনামাত্র। এ ছাড়াও যত রকমের কষ্ট দেওয়া হয় সবই হারাম। দাস-দাসী কোন অসাধ্য কাজ না পারলে তাকে মারধর করা, গরু-মহিষ গাড়ি টানতে বা হাল বইতে না পারলে অতিরিক্ত মারপিট করা ইত্যাদি হারাম। যেমন, যে কথা দ্বারা কষ্ট পাবে তাকে কথা দ্বারা আঘাত করাও আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়ায় শামিল।

মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৩৭- হযরত আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় (কাবীরা) গোনাহর কথা বলে দেব না কি?" এরূপ তিনবার বলার পর তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। শোনো! আর মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া ও মিথ্যা কথা বলা।"

ইতিপূর্বে তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত কথাটি বলার সময় হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন। অতঃপর এ কথা তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, শেষ অবধি আমরা বললাম, 'হায় যদি তিনি চুপ হতেন!' *(বুখারী ৫৯৭৬, মুসলিম ৮৭নং, তিরমিযী)*

দন্ডবিধি প্রভৃতি অধ্যায়

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা না দেওয়া এবং এ ব্যাপারে তোষামোদ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴾ ﴿

অর্থাৎ, বনী-ইস্রাঈলের মধ্যে যারা (কুফ্‌র) অবিশ্বাস করেছিল তারা দাঊদ ও মরিয়ম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেন না, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। *(সূরা মায়েদাহ ৭৮-আয়াত)*

২৩৮- হযরত আবূ সাইদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমদ, আসহাবে সুনান)*

২৩৯- হযরত নু'মান বিন বাশীর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই

দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র করে দিই তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়) তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয় তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।" *(বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩নং)*

২৪০- হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার পূর্বে যে উম্মতের মাঝেই আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন সেই নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য হতে খাস ভক্ত ও সহচর ছিল; যারা তাঁর তরীকার অনুগামী ও প্রত্যেক কর্মের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন অসৎ উত্তরসুরিদের আবির্ভাব হয়; যারা তা বলে যা নিজে করে না এবং তা করে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হস্ত দ্বারা জিহাদ (সংগ্রাম) করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হৃদয় দ্বারা সংগ্রাম করে (ঘৃণা করে) সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে (অর্থাৎ ঘৃণা না করলে কারো হৃদয়ে) সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকতে পারে না।" *(মুসলিম ৫০নং)*

২৪১- হযরত যয়নাব বিন্তে জাহ্‌শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ শঙ্কিত অবস্থায় তাঁর নিকট প্রবেশ করে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।) আসন্ন বিপদের দরুন আরবের মহাসর্বনাশ। আজই ইয়াজুজের-মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে।" এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি তাঁর বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্তি বানালেন (এবং ঐ ছিদ্রের পরিমাণের প্রতি ইঙ্গিত করলেন)।

হযরত যয়নাব বলেন, এ শুনে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল!

আমাদের মাঝে নেক লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যখন নোংরামির মাত্রা বেড়ে যাবে।" *(বুখারী ৩৩৪৬, মুসলিম ২৮৮০নং)*

২৪২- হযরত হুযাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অতি অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দান করবে, নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের উপর তাঁর কোন আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে; কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করবেন না।" *(আহমদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭০৭০নং)*

২৪৩- হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার নিজ পুত্র, পিতা এবং সমস্ত মানুষের চাইতে অধিক প্রিয়তম হতে পেরেছি।" *(বুখারী ১৫, মুসলিম ৪৪নং, নাসাঈ)*

❁ বলাবাহুল্য কোন আপনজন মুহাম্মাদী আদর্শ ও নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করলে তার প্রতি কোন প্রকার তোষামোদ অবলম্বন করার মানেই হল ঈমান পরিপক্ক নয়। সুতরাং যারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের দুশমন তারা মুমিনের কে?

২৪৪- হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত থাকে তখন সে ব্যক্তিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাকে বাধা না দেয় (এবং ঐ পাপাচরণ বন্ধ না করে) তাহলে তাদের জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কোন শাস্তি ভোগ করান।" *(আহমদ ৪/৩৬৪, আবূ দাউদ ৪৩৩৯, ইবনে মাজাহ ৪০০৯, ইবনে হিব্বান, সহীহ আবূ দাউদ ৩৬৪৬ নং)*

২৪৫- কইস বিন আবূ হাযেম বলেন, একদা হযরত আবূ বকর ﷺ দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, 'হে লোকসকল! তোমরা অবশ্যই এই আয়াত পাঠ করে থাক-

﴿ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি

সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। *(সূরা মা-ইদা ১০৫ আয়াত)*

কিন্তু আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "লোকেরা যখন কোন গর্হিত (শরীয়ত-পরিপন্থী) কাজ দেখেও তার পরিবর্তন সাধনে যত্নবান হয় না তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর কোন শাস্তিকে ব্যাপক করে দেন।" *(আহমদ, আসহাবে সুনান, ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৬নং)*

২৪৬- হযরত জারীর ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোন সম্প্রদায়ে যখন পাপাচার চলতে থাকে তখন তারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি বন্ধ করার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা না করে তাহলে আল্লাহ ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে আযাব প্রেরণ করে থাকেন।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৮নং)*

২৪৭- হযরত হুযাইফা ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।" *(মুসলিম ১৪৪ নং)*

❁ বলা বাহুল্য, 'যে কাঠ খাবে সে আঙ্গার হাগবে' বলে কেউ রেহাই পাবে না। বরং কাউকে কাঠ খেতে দেখে চুপ থাকলে, বাধা না দিলে, প্রতিবাদ না করলে, অথবা কমপক্ষে ঘৃণা না জানলে দেখনে-ওয়ালাকেও আঙ্গার হাগতে হবে। পেষণ যখন আসবে তখন 'হেঁটকার সাথে মসুরিও পেষা' যাবে। আল্লাহ বলেন,

অর্থাৎ- তোমরা সেই ফিতনা (পরীক্ষা বা আযাব) থেকে সাবধান থেকো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম (অত্যাচারী) কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। (বরং সকলকেই করবে।) আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে বড় কঠোর।" *(সূরা আনফাল ২৫ আয়াত)*

সুতরাং অনাচারীর বিরুদ্ধে সদাচারীকে প্রতিবাদে নামতে হবে। নচেৎ,

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দেওয়া এবং নিজে তার বিপরীত কর্ম করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা (নিজে) কর না তা (অপরকে করতে) বল কেন? তোমরা যা (নিজে) কর না তোমাদের তা (অপরকে করতে) বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ ২-৩ আয়াত)*

২৪৮- হযরত উসামাহ বিন যায়েদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, 'ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?' সে বলবে, '(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।" *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং)*

মুসলিমের সম্ভ্রম লুটা এবং তার দোষ খোঁজা হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৪৯- হযরত আবূ বারযাহ আসলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে সেই মানুষের দল; যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয়ে ঈমান স্থান পায়নি (তারা শোন)! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ তার দোষ ধরবেন। আর আল্লাহ যার দোষ ধরবেন তাকে তার ঘরের ভিতরেও লাঞ্ছিত করবেন।" *(আহমদ ৪/৪২০, আবূ দাউদ ৪৮৮০, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ৭৯৮৪নং)*

আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করা এবং নিষিদ্ধ আইন অমান্য করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ... ﴾

অর্থাৎ, ---এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তা তোমরা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করে তারাই অত্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তিনি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি। *(সূরা নিসা ১৪ আয়াত)*

২৫০- হযরত সওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কয়েক দল লোককে চিনি যারা কিয়ামতের দিন তিহামা (মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমপরিমাণ বিশুদ্ধ নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সে সমস্ত নেকীকে উড়ন্ত ধূলিকণাতে পরিণত করে দেবেন।"

সওবান ﷺ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে লোকেরা কেমন হবে তা আমাদের জন্য খুলে বলুন ও তাদের হুলিয়া বর্ণনা করুন, যাতে আমরা আমাদের অজান্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ি।’

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “শোন! তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তোমরা যেমন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত কর তেমনি তারাও করবে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে তখনই তা অমান্য ও লংঘন করবে।” *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২৩ নং)*

দন্ডবিধি কার্যকর করতে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৫১- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, ‘ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে কে কথা বলবে?’ পরিশেষে তারা বলল, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সহিত কথা বলার দুঃসাহস করবে?’ সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সহিত কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)।

এর ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করবে?!” অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত।পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।” *(বুখারী ৬৭৮৮, মুসলিম ১৬৮৮নং, আসহাবে সুনান)*

মদ পান করা, ক্রয়-বিক্রয় ও তৈরী করা, তা পরিবেশন করা ও তার মূল্য খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিত) উপকারও রয়েছে, তবে ওগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক বড়।" *(সূরা বাক্বারাহ ২১৯ আয়াত)*

আরো তিনি বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! মদ জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর তো ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানী কাজ। সুতরাং সে সব হতে তোমরা দূরে থাক; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ-জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? *(সূরা মা-ইদা ৯০-৯১ আয়াত)*

২৫২- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" *(বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ৫৭নং, আসহাবে সুনান)*

❁ কাবীরা গোনাহ করা অবস্থায় মুমিনের ঈমান বুক থেকে উড়ে যায়। পুনরায় পাপ থেকে বিরত হলে ঈমান ফিরে আসে। অন্যথা কাবীরা গোনাহের গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়।

২৫৩- হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)*

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে' ৫০৯১নং)*

২৫৪- উক্ত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক প্রমত্ততা (জ্ঞানশূন্যতা) আনয়নকারী বস্তুই হল মদ এবং প্রত্যেক প্রমত্ততা আনয়নকারী বস্তুই হল হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে করতে তাতে অভ্যাসী হয়ে মারা যায় সে ব্যক্তি আখেরাতে (জান্নাতে পবিত্র) মদ পান করতে পাবে না।" (বেহেশ্তে যেতে পারবে না।) *(বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ২০০৩নং প্রমুখ)*

❁ উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম। হিরোইন, মদ, ভাং, আফিং, তাড়ি ছাড়াও গুল, তামাক, গাঁজা, হুঁকা প্রভৃতি (বেশী পরিমাণ সেবন করলে) মাদকতা আনে। অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত যে, "যে বস্তুর বেশী পরিমাণ মাদকতা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম।"

বিড়ি-সিগারেট অধিকমাত্রায় কোন অনভ্যস্ত ব্যক্তি পান করলে যদি তাতে তার মধ্যে মাদকতা আসে তবে তাও উক্ত বিধান অনুসারে হারাম। তাছাড়া এসব বস্তুতে রয়েছে নিশ্চিতভাবে নানান অর্থ ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি। আর ক্ষতিকর বস্তু সেবন করাও ইসলামে নিষিদ্ধ।

২৫৫- হযরত আবূ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার বন্ধু ﷺ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে, "তুমি আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করো না -যদিও (এ ব্যাপারে) তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যায়। আর মদ পান করো না, কারণ মদ হল প্রত্যেক অমঙ্গলের (পাপাচারের) চাবিকাঠি।" *(ইবনে মাজাহ ৩০৪৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৫৯নং)*

❁ নামায ত্যাগ করলে 'দায়িত্ব' উঠে যায়, অর্থাৎ সে কাফেরদের মত হয়ে যায়। কারণ, কাফেরদের উপর আল্লাহর দায়িত্ব থাকে না।

২৫৬- হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইয়ামানের এক শহর জাইশান থেকে (মদীনায়) আগমন করল। সে আল্লাহর রসূল ﷺ কে তার দেশের লোকেরা পান করে এমন ভুট্টা থেকে প্রস্তুত এক 'মিয্‌র' নামক পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তা কি মাদকতা আনে?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী বস্তু মাত্রই হারাম। আর যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করবে তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আছে যে, তাকে তিনি জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ পান করাবেন।" *(মুসলিম ২০০২নং, নাসাঈ)*

২৫৭- হযরত মুআবিয়া ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে চাবুক লাগাও। (তিনবার চাবুক মারার পরও) যদি চতুর্থবার পুনরায় পান করে তবে তাকে হত্যা করে দাও।" *(তিরমিযী ১৪৪৪, আবূ দাউদ ৪৪৮২, ইবনে হিব্বান ৪৪২নং, অনুরূপ, ইবনে মাজাহ ২৫৭৩, হাকেম ৪/৩৭২, সহীহুল জামে' ৬৩০৯নং, হাদীসটি মনসূখ)*

২৫৮- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি এর পরেও সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন। অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে চতুর্থবার তা পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে 'খাবাল নদী' থেকে পানীয় পান করাবেন।"

ইবনে উমার ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! 'খাবাল-নদী' কি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তা হল জাহান্নামবাসীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।' *(তিরমিযী, হাকেম ৪/ ১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৬৩১২-৬৩১৩নং)*

২৫৯- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা যাবে সে ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মত (পাপী) হয়ে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭৭নং)*

ব্যভিচার করা হতে এবং বিশেষ করে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত তা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। *(সূরা ইসরা ৩২ আয়াত)*

﴾

﴿

অর্থাৎ- ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককেই (অবিবাহিত হলে) একশত কশাঘাত কর। যদি তোমরা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসী হও তাহলে আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে ফেলে। আর মুমিনদের একটি দল যেন ওদের (ঐ) শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। *(সূরা নূর ২আয়াত)*

২৬০- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি ছাড়া 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথায় সাক্ষ্যদাতা কোন মুসলিমের খুন (কারো জন্য) বৈধ নয়; বিবাহিত ব্যভিচারী, খুনের বদলে হত্যাযোগ্য খুনী এবং দ্বীন ও জামাআত ত্যাগী।" *(বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ১৬৭৬নং আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

২৬১- উক্ত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর -অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে -এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত তোমার ব্যভিচার করা।"

আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

﴿

﴾

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭, ৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ৮৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

২৬২- হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে থাকে তাদের পক্ষে মুজাহিদগণের স্ত্রীরা তাদের মায়ের মত অবৈধ। যারা ঘরে থাকে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন মুজাহিদের পরিবারে তার প্রতিনিধিত্ব (তত্ত্বাবধান) করে অতঃপর তাদের ব্যাপারে তার খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ঐ মুজাহিদের সামনে খাড়া করা হবে, অতঃপর সে (মুজাহিদ) নিজের ইচ্ছা ও খুশীমত তার নেকীসমূহ নিতে পারবে।"

অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "অতএব কি ধারণা তোমাদের?" (তার কোন নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে কি?) *(মুসলিম ১৮৯৭, আবূ দাউদ ২৪৯৬নং, নাসাঈ)*

সমকাম, পশুগমন এবং স্ত্রীর পায়ু-মৈথুন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, এবং লূতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।’ উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলেছিল, ‘এদেরকে (লূত ও তার অনুসারীদেরকে) শহর থেকে বের করে দাও, এরা তো সাধু সাজতে চায়।’ অতঃপর আমি তার স্ত্রী ব্যতীত তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। *(সূরা আ’রাফ আয়াত ৮০-৮১ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর আমি নগরগুলিকে উলটিয়ে দিলাম এবং ওদের উপর (আকাশ থেকে) কাঁকর বর্ষণ করলাম। *(সূরা হিজ্‌র ৭৪ আয়াত)*

২৬৩- হযরত জাবের رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের উপর যে পাপাচারের সবচেয়ে অধিক আশঙ্কা করি তা হল, লূত নবী عليه السلام এর উম্মতের কর্ম।” (সমলিঙ্গি ব্যভিচার বা পুরুষে-পুরুষে যৌন-মিলন।) *(ইবনে মাজাহ ২৫৬৩, তিরমিযী, হাকেম ৪/৩৫৭, সহীহুল জামে’ ১৫৫২নং)*

২৬৪- হযরত বুরাইদাহ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যখনই কোন জাতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তখনই তাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যখনই কোন জাতির মাঝে অশ্লীলতা আত্মপ্রকাশ করে তখনই সে জাতির জন্য আল্লাহ মৃত্যুকে আধিপত্য প্রদান করেন। (তাদের মধ্যে মৃতের

হার বেড়ে যায়।) আর যখনই কোন জাতি যাকাৎ-দানে বিরত হয় তখনই তাদের জন্য (আকাশের) বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।" *(হাকেম ২/১২৬, বাইহাকী ৩/৩৪৬, বাযযার ৩২৯৯ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৭নং)*

২৬৫- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।" *(আহমদ, আবূ দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৬৫৮৯নং)*

২৬৬- উক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।" *(তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৫৮৮নং)*

❁ বলাই বাহুল্য যে, একান্ত পশুর ন্যায় মনোবৃত্তি যার, কেবল সেই এরূপ কাজ করতে পারে। তবে এমন অপরাধীকে হত্যা কেবল শাসন ও বিচার-বিভাগই করতে পারে। নচেৎ হিতে বিপরীত হতে পারে।

২৬৭- উক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে চেয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোন স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭৮০১নং)*

২৬৮- উক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে আরো বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।) *(আহমদ ২/৪০৮, ৪৭৬, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং)*

যথার্থ অধিকার ছাড়া নিষিদ্ধ প্রাণহত্যা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

অর্থাৎ, এ কারণেই বানী ইসরাঈলকে এ বিধান দিয়েছিলাম যে, যে কেউ প্রাণের বদলে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজের বদলা নেওয়া ছাড়া কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে সে যেন (পৃথিবীর) সকল মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারো প্রাণ রক্ষা করে সে যেন পৃথিবীর) সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। *(সূরা মায়েদাহ ৩২ আয়াত)*

অর্থাৎ- "আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।" *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

২৬৯- হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের যে বিষয়ে সর্বপ্রথম বিচার-নিষ্পত্তি হবে তা হল খুন।" *(বুখারী ৬৫৩৩নং, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

প্রকাশ যে, বান্দার অধিকার-বিষয়ক সর্ব প্রথম বিচার হবে খুনের। আর আল্লাহর অধিকার-বিষয়ক সর্ব প্রথম বিচার হবে নামাযের।

২৭০- হযরত মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির পাপকে সম্ভবতঃ আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।" *(আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ৪/৩৫১, আবূ দাঊদ আবূ দারদা ﷺ হতে, সহীহুল জামে' ৪৫২৪নং)*

২৭১- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন খুন হয়ে নিহত ব্যক্তি তার খুনীকে তার মাথা ও কপালের চুল ধরে

উপস্থিত করবে। আর সে সময় তার শিরাগুলো থেকে রক্তের ফিনকি ছুটবে। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি একে জিজ্ঞাসা করুন, ও কেন আমাকে খুন করেছে?' পরিশেষে সে তাকে আরশের নিকটবর্তী করবে।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৮০৩১নং)*

২৭২- হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করে তা নিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে সে ব্যক্তির নফল, ফরয কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করবেন না।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৬৪৫৪নং)*

২৭৩- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(আহমদ, বুখারী ৩১৬৬, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

আত্মহত্যা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৭৪- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)*

২৭৫- উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা

করবে সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

২৭৬- হযরত আবূ কিলাবাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, সাবেত বিন যাহহাক তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি (হুদাইবিয়ার) গাছের নিচে আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে বাইআত করেছেন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন," যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের উপর বিধর্মী হওয়ার কসম করবে (অর্থাৎ বলবে যে, 'এরূপ যদি না হয় তাহলে আমি মুসলমান নই, ইয়াহুদী' ইত্যাদি) তাহলে সে যা বলবে তাই (অর্থাৎ বিধর্মী বা ইয়াহুদী ইত্যাদিই) হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তিকে সেই জিনিস দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে। যে বস্তু মানুষের মালিকানাধীন নয় সে বস্তুর নযর তার জন্য পূরণীয় নয়।" (যেমন; যদি বলে আল্লাহ আমার এ রোগ ভালো করলে ঐ বাগানের ফল দান করে দেব। অথচ ঐ বাগান তার মালিকানাধীন নয়। এমন নযর পূরণ করা অসম্ভব।)

মুমিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার সমান। কোন মুমিনকে 'কাফের' বলে অপবাদ দেওয়াও তাকে হত্যা করার সমান (পাপ)। আর যে ব্যক্তি যে অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তিকে সেই অস্ত্র দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে।" *(বুখারী ১৩৬৩, মুসলিম ১১০, আবূ দাউদ ৩২৫৭ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)*

সাগীরা গোনাহ ও উপপাপ হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৭৭- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তুচ্ছ পাপ হতেও সাবধান থেকো। কারণ আল্লাহর তরফ হতে তাও (লিপিবদ্ধ করার জন্য ফিরিশ্তা) নিযুক্ত আছেন।" *(আহমদ ৬/৭০, ইবনে মাজাহ ৪২৪৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১৩, ২৭৩১নং)*

২৭৮- হযরত সাহ্ল বিন সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থেকো। কেন না, ছোট ও তুচ্ছ

গোনাহসমূহের উপমা হল এরূপ, যেরূপ একদল লোক (সফরে গিয়ে) এক উপত্যকার মাঝে (বিশ্রাম নিতে) নামল। অতঃপর এ একটা কাঠ, ও একটা কাঠ এনে জমা করল। এভাবে অবশেষে তারা এত কাঠ জমা করল, যদ্দ্বারা তারা তাদের রুটি পাকিয়ে নিতে পারল। আর ছোট ছোট তুচ্ছ পাপের পাপীকে যখন ধরা হবে তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।” *(আহমদ, ত্বাবারানী, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে’ ২৬৮৬নং)*

❁ বলাই বাহুল্য যে, বিন্দু বিন্দু পানি দ্বারাই সিন্ধুর সৃষ্টি। এক বিন্দু পানিতে একটি ফুলের কোমল পাপড়ীরও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। কিন্তু একটার পর একটা বিন্দু জমে জমে কখনো দেশও ভাসিয়ে দেয়। এ জন্যই জ্ঞানীরা সর্বপ্রকার পাপ থেকে সতর্ক থাকেন। ছোট হলেও তা তো পাপই বটে।

২৭৯- হযরত আনাস ﷺ বলেন, “তোমরা এমন কতকগুলো কাজ করছ যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল হতেও তুচ্ছ। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে ঐ কাজগুলোকেই আমরা সর্বনাশী কার্যসমূহের শ্রেণীভুক্ত মনে করতাম।” *(বুখারী ৬৪৯২নং)*

পাপ করে তা প্রচার করে বেড়ানো হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৮০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, “আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, ‘হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।’

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে।” *(বুখারী ৬০৬৯নং, মুসলিম)*

❁ পাপ করা এক অপরাধ। তারপর তা প্রচার ও প্রকাশ করে বেড়ানো বরং তা নিয়ে গর্ব প্রদর্শন ও আস্ফালন করা ডবল অপরাধ। অতএব যারা প্রকাশ্যে লোকের সামনে বড় বড় পাপ করে; যেমন গান-বাজনা করে ও লোকমাঝে শোনে, মাদকদ্রব্য লোকের সামনে বসে খেয়ে আমেজ দেখায়, লোকের সামনেই অশ্লীলতা প্রদর্শন করে, অবৈধ প্রণয়ের কথা মজিয়ে মজিয়ে বলে তাদের ধৃষ্টতা কত বড় তা বলাই বাহুল্য।

অনুরূপ আর একদল মানুষ যারা গোপনে পাপ করে জনসমক্ষে, বন্ধুমহলে গর্বের সাথে সে পাপের কথা, খুন ও ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করে তাদের পাপ নিশ্চয় কঠিনতর।
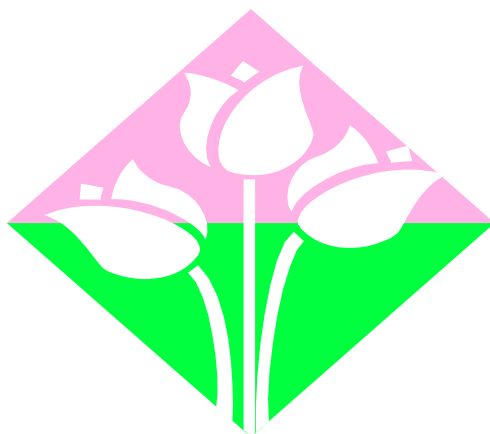
জ্ঞাতি-বন্ধন ও পরোপকারিতা বিষয়ক অধ্যায়

পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৮১- হযরত মুগীরাহ বিন শু’বাহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা এবং অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা।

আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।” *(বুখারী ৫৯৭৫)*

২৮২- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কাবীরা গোনাহ হল, আল্লাহর সহিত শির্ক করা, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।” *(বুখারী ৬৬৭৫নং)*

২৮৩- হযরত ইবনে উমার ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।)

আর তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার নাফরমান ছেলে, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করে যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।” *(আহমদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৩০৭১নং)*

২৮৪- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া অন্যতম কাবীরা গোনাহ।” লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল কেউ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়?!’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, (সরাসরি না দিলেও) সে অপরের পিতাকে গালি দেয় ফলে সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং এভাবে অপরের মাতাকে গালি দেয় ফলে সে তার মাতাকে গালি দেয়।” *(বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৯০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই অভিসম্পাত করেন এবং করেন কালা ও অন্ধ। *(সূরা মুহাম্মদ ২২-২৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদেরই জন্য আছে নিকৃষ্ট আবাস। *(সূরা রা’দ ২৫ আয়াত)*

২৮৫- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “জ্ঞাতিবন্ধন (আল্লাহর) আরশে ঝুলানো আছে; সে বলে, ‘যে ব্যক্তি আমাকে বজায় রাখবে, সে ব্যক্তির সহিত আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে সে ব্যক্তির সহিত আল্লাহও সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।” *(বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ২৫৫৫ নং)*

২৮৬- হযরত আবূ বাকরাহ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যুলুমবাজী ও (রক্তের) আত্মীয়তা ছিন্ন করা ছাড়া এমন উপযুক্ত আর কোন পাপাচার নেই যার শাস্তি পাপাচারীর জন্য দুনিয়াতেই আল্লাহ অবিলম্বে প্রদান করে থাকেন এবং সেই সাথে আখেরাতের জন্যও জমা করে রাখেন।” *(আহমদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ৪২১১নং, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে’ ৫৭০৪নং)*

২৮৭- হযরত জুবাইর বিন মুত্‌ইম ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, "ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।" সুফয়্যান বলেন, 'অর্থাৎ (রক্ত-সম্পর্কীয়) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।' *(বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬ নং, তিরমিযী)*

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৮৮- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আল্লাহর কসম! সে (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মুমিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মুমিন হতে পারে না!" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সে কে হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।" *(বুখারী ৬০১৬, মুসলিম ৪৬ নং, আহমদ ২/২৮৮)*

২৮৯- উক্ত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোন) ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে যা সে নিজের জন্য করে।" *(মুসলিম ৪৫নং)*

২৯০- হযরত ফুযালাহ বিন উবাইদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে মুমিন কে তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।" *(আহমদ ৬/২১, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৪৯নং)*

২৯১- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে দোযখ থেকে নিস্তার লাভ করে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তির জন্য উচিত, যেন তার মৃত্যু তার কাছে

সেই সময় আসে, যে সময় সে আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে। আর লোকেদের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করে যেরূপ ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” *(মুসলিম ১৮৪৪নং)*

২৯২- হযরত শুরাইহ খুযায়ী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন নিজ মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।” *(মুসলিম ৪৮নং)*

কৃপণতা ও বখীলি হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ- আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন এই ধারণা না করে যে, তা (কৃপণতা) তাদের জন্য মঙ্গলকর। বরং তা তাদের জন্য অতিশয় ক্ষতিকর (প্রতিপন্ন হবে)। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-মালকে কিয়ামতের দিন বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় ঝুলানো হবে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮০ আয়াত)*

২৯৩- হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।” *(মুসলিম ২৫৭৮নং)*

২৯৪- আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কোনও বান্দার পেটে আল্লাহ রাস্তায় ধুলো ও দোযখের ধুঁয়ো কখনই একত্রিত হবে না।

আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হতে পারে না।" *(আহমদ ২/৩৪২, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ২/৭২, সহীহুল জামে' ৭৬১৬নং)*

২৯৫- উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেন, "মানুষের মাঝে দু'টি চরিত্র বড় নিকৃষ্টতম; কাতরতাপূর্ণ কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা।" *(আহমদ ২/৩২০, আবূ দাউদ ২৫১১, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৩৭০৯নং)*

দান দিয়ে ফেরৎ নেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

২৯৬- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার দানকৃত জিনিস ফেরৎ নেয় সে ব্যক্তির উদাহরণ ঐ কুকুরের মত যে বমি করে অতঃপর সেই বমি আবার চেঁটে খায়।" *(বুখারী ২৬২১, ২৬২২, মুসলিম ১৬২২নং, আসহাবে সুনান)*

সদাচার ও সদ্ব্যবহার অধ্যায়
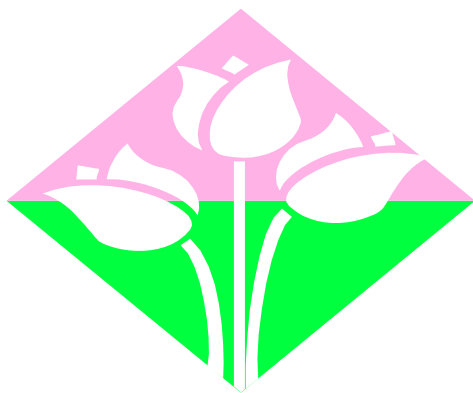
অশ্লীল ও নোংরা কথা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। *(সূরা নূর ২১ আয়াত)*

২৯৭- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান হবে জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত এবং রূঢ়তা হবে জাহান্নামে।" *(আহমদ ২/৫০১, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে' ৩১৯৯নং)*

২৯৮- হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(আহমদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সহীহ তিরমিযী ১৬০৭, ইবনে মাজাহ ৪১৮৫৮, সহীহুল জামে' ৫৬৫৫নং)*

২৯৯- হযরত আবূ দারদা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায়) মানুষের সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর কিছু নেই। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।" *(তিরমিযী ২০০৩নং, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪ নং, আবূ দাউদ ৪৭৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৭৬নং)*

৩০০- হযরত আবূ সা'লাবাহ খুশানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বখাটে লোক; যারা গর্বভরে এবং আলস্যভরে বা

কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে।” *(আহমদ ৪/১৯৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯১নং)*

নিজের জন্য অপরের দণ্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩০১- হযরত মুআবিয়া ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে লোক তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক সে যেন নিজের বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়।” *(আবূ দাউদ ৫২২৯, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৫৭ নং)*

অনুমতির পূর্বে কারো বাড়িতে উঁকি মেরে দেখা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩০২- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে সে ব্যক্তির চোখে (ঢিল ছুঁড়ে) তাকে কানা করে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।” *(বুখারী ৬৮৮৮, মুসলিম ২১৫৮নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

কারো গোপন কথায় কান পাতা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩০৩- হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু’টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।

আর যে ব্যক্তি কোন ছবি (বা মূর্তি) তৈরী করবে (কিয়ামতে) তাকে আযাব দেওয়া হবে অথবা ঐ ছবি (বা মূর্তি)তে রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।” *(বুখারী ৭০৪২নং)*

মুসলমানদের আপোসে কথাবার্তা বন্ধ রাখা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩০৪- হযরত হাদরাদ বিন আবী হাদরাদ আসলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে এক বছর যাবৎ বর্জন করল (অর্থাৎ তার সহিত কথাবার্তা বন্ধ করল এবং সম্পর্ক ছিন্ন রাখল) সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল।" *(আবূ দাউদ ৪৯১৫নং, আহমদ, হাকেম ৪/১৬৩, বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ, সিলসিলা সহীহাহ ৯২৮ নং)*

৩০৫- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার লোকেদের আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। সে সময় প্রত্যেক (শির্কমুক্ত) মুমিন বান্দার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। তবে সেই বান্দাকে মাফ করা হয় না, যার (কোন মুসলিম) ভায়ের সহিত তার বিদ্বেষ আছে। উভয়ের জন্য বলা হয়, "ওদের উভয়কে মিটমাট না করে নেওয়া পর্যন্ত বর্জন কর।" *(মুসলিম ২৫৬৫, ইবনে মাজাহ ১৭৪০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

❁ উল্লেখ্য যে, কারো পাপাচার বা বিদআত কর্ম দেখে তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ পর্যায়ের নয়। বরং তা কখনো বিধেয়ও।

কোন মুসলিমকে 'কাফের' বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩০৬- হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে 'এ কাফের' বলে (ডাকে) তখন উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়। সে যদি তাই হয় যেমন সে বলেছে; নচেৎ ঐ (গালি) তার (বক্তার) নিজের প্রতি ফিরে যায়।" (অর্থাৎ সে নিজে কাফের হয়।) *(মালেক, বুখারী ৬১০৪, মুসলিম ৬০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

৩০৭- হযরত আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, "---আর যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে অথবা

'এ আল্লাহর দুশমন' বলে; অথচ সে তা নয় সে ব্যক্তির ঐ (গালি) তার নিজের উপর বর্তায়।" *(বুখারী ৬০৪৫, মুসলিম ৬১নং)*

নিদৃষ্ট কোন ব্যক্তি অথবা পশুকে গালাগালি বা অভিসম্পাত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন মন্দ কথা প্রকাশ করাকে পছন্দ করেন না। তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা নিসা ১৪৮ আয়াত)*

৩০৮- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দু'জন পরস্পর গাল-মন্দকারী যা বলে তা তাদের প্রথম সূচনাকারীর উপর বর্তায়। তবে মযলুম যদি সীমালংঘন করে (বদলার বেশী বলে তবে তারও উপর পাপ বর্তায়)।" *(মুসলিম ২৫৮৭, আবূ দাউদ ৪৮৯৪নং, তিরমিযী)*

৩০৯- হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেকী কর্ম এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী কাজ।" *(বুখারী ৬০৪৪, মুসলিম ৬৪নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

৩১০- হযরত ইয়ায বিন হিমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমার চাইতে ছোট হয়েও কোন লোক যদি আমাকে গালি-গালাজ করে তাহলে আমি তার প্রতিশোধ নিতে পারি কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "উভয় গালমন্দকারী দুই শয়তান। এরা পরস্পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অসত্য বলে।" *(আহমদ ৪/১৬২, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৬৬৯৬নং)*

৩১১- হযরত আবূ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "বান্দা যখন কোন কিছুকে অভিশাপ করে তখন সে অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়। কিন্তু তাকে প্রবেশ করতে না দিয়ে আকাশের দরজাসমূহকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সেখান হতে তা পুনরায় পৃথিবীর দিকে নেমে

আসে। কিন্তু তাকে আসতে না দিয়ে পৃথিবীর দরজাসমূহকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তা ডাইনে-বামে বিচরণ করতে থাকে। পরিশেষে কোন গতিপথ না পেয়ে অভিশপ্তের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু (যাকে অভিশাপ করা হয়েছে সে) অভিশপ্ত (সঙ্গত কারণে) অভিশাপযোগ্য না হলে তা অভিশাপকারী ঐ বান্দার দিকে ফিরে যায়।” (অর্থাৎ, নিজের করা অভিশাপ নিজেকেই লেগে বসে!) *(আবূ দাউদ ৪৯০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৬৯নং)*

৩১২- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকটে হাওয়াকে অভিশাপ করল। আল্লাহর রসূল ﷺ তা শুনে বললেন, “হাওয়াকে অভিশাপ করো না। কারণ, হাওয়া তো আদেশপ্রাপ্ত। (আল্লাহর তরফ থেকে যেমন আদেশ হয় ঠিক তেমনই চলে।) আর যে ব্যক্তি কোন এমন কিছুকে অভিশাপ করে যা তার উপযুক্ত নয়। সে ব্যক্তির উপরেই সেই অভিশাপ ফিরে যায়।” (অর্থাৎ, নিজের মুখে নিজেকেই অভিশাপ করে!) *(আবূ দাউদ ৪৯০৮-নং, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫২৭নং)*

যুগ বা যামানাকে গালি দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩১৩- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, “আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়; বলে, ‘হায়রে দুর্ভাগা যুগ!’ সুতরাং তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই না বলে, ‘হায়রে দুর্ভাগা যুগ!’ কারণ, আমিই তো যুগ (যুগের আবর্তনকারী)। তার রাত ও দিনকে আমিই আবর্তন করে থাকি। অতঃপর আমি যখন চাইব তখন উভয়কে নিশ্চল করে দেব।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (আল্লাহ বলেন,) “আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; সে কাল-কে গালি দেয়। অথচ আমিই তো কাল (বিবর্তনকারী)। আমিই দিবা-রাত্রিকে আবর্তন করে থাকি।” *(মুসলিম ২২৪৬, প্রমুখ)*

মুসলিমকে ভয় দেখানো এবং তার প্রতি কোন অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩১৪- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" (অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত করে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।) *(মুসলিম ২৬১৬নং)*

৩১৫- হযরত আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুই জন মুসলিম তাদের তরবারী সহ যখন মুখোমুখি হয়ে খুনাখুনি করে তখন হন্তা ও হত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "দুইজন মুসলিম যখন একে অপরের উপর অস্ত্র চালনা করে তখন তারা দোযখের কিনারায় অবস্থান করে। অতঃপর যখন তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে তখন উভয়েই দোযখে যায়।"

আবূ বাকরাহ ﷺ বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হন্তা (হত্যাকারী) না হয় দোযখে যাবে; কিন্তু (যাকে হত্যা করা হল সেই) হত ব্যক্তির কি দোষ (যে, সেও দোযখে যাবে)?' উত্তরে তিনি বললেন, "সেও তার বিরোধীকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল।" *(মুসলিম ২৮৮৮ নং)*

۞ মনে মনে পাপের ইরাদা ও ইচ্ছা হলে তা ধর্তব্য নয়। পাপকর্ম সংঘটিত না করার পূর্বে পাপ লিখা হয় না। কিন্তু পাপ করার দৃঢ়সংকল্প করে চেষ্টার পর তা সংঘটিত না করতে পারলে ঐ সংকল্পের জন্য সে দায়ী ও পাপী হবে। উক্ত হাদীসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

চুগলী করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আর অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় কসম খায়, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়। *(সূরা ক্বালাম ১০-১১ আয়াত)*

৩১৬- হযরত হুযাইফাহ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চুগলখোর বেহেশ্তে যাবে না।" *(বুখারী ৬০৫৬, মুসলিম ১০৫নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

৩১৭- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ বেয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোন কঠিন কাজের জন্য ওদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য সে কাজ ছিল বড় গোনাহর। ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি চুগলখোরী করে বেড়াত, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব থেকে সতর্ক হত না--।" *(বুখারী ২১৮ প্রভৃতি, মুসলিম ২৯২ নং প্রমুখ)*

গীবত করা ও অপবাদ দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান হল গোনাহর কাজ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান (গোয়েন্দাগিরি) করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো তা ঘৃণাই করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

৩১৮- হযরত বারা' ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সহিত ব্যভিচার করার মত! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভায়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

৩১৯- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ কে বললাম, 'সফিয়ার ক্রটির জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে সে এই টুকু।' কিছু বর্ণনাকারী বলেন, 'অর্থাৎ বেঁটে।' শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি এমন একটি কথা বললে যে, তা যদি সমুদ্রের পানিতে ঘুলে দেওয়া হত তাহলে (সে অথৈ) পানিকেও ঘোলা (নোংরা) করে দিত!"

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা তাঁর নিকট এক ব্যক্তির কথা অভিনয় করে) নকল করলাম। এর ফলে তিনি বললেন, "আমাকে যদি এত এত (প্রচুর অর্থ) দেওয়া হয় তবুও আমি কারো নকল করাকে পছন্দ করব না।" *(আহমদ ৩/২২৪,আবূ দাউদ ৪৮৭৮, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২নং)*

৩২০- হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, মি'রাজের রাত্রে যখন আমাকে আকাশ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হল তখন এমন একদল লোকের পাশ বেয়ে আমি অতিক্রম করলাম যাদের ছিল তামার নখ; যদ্দ্বারা তারা তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষস্থল চিরে ফেলছিল। আমি বললাম, 'ওরা কারা হে জিব্রাইল?!' জিব্রাইল বললেন, 'ওরা হল সেই লোক; যারা লোকেদের মাংস খায় (গীবত করে) এবং তাদের ইজ্জত লুটে বেড়ায়।" *(আহমদ ৩/২২৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২ নং)*

অধিক কথা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩২১- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, "বান্দা নির্বিচারে এমনও কথা বলে যার দরুন সে পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর স্থান দোযখে পিছলে যায়।" *(বুখারী ৬৪৭৭, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

৩২২- উক্ত আবূ হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মানুষ এমনও কথা বলে যাতে সে কোন ক্ষতি আছে বলে মনেই করে না; অথচ তার দরুন সে ৭০ বছরের পথ জাহান্নামে অধঃপতিত হয়।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৪০নং)*

৩২৩- হযরত বিলাল বিন হারেস ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার মঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারেনা অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত দিবস অবধি তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। আবার মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার অমঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারেনা অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন।” *(মালেক, আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৮৮নং)*

হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩২৪- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, “কোন মুমিন বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলো এবং জাহান্নামের অগ্নিশিখা একত্রে জমা হতে পারে না এবং কোন বান্দার পেটে ঈমান ও হিংসা একত্রে জমা হতে পারে না।” *(আহমদ ২/৩৪০, ইবনে হিব্বান, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৭৬২০ নং)*

৩২৫- হযরত যুবাইর বিন আওয়াম ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। আর বিদ্বেষ হল মুন্ডনকারী। আমি বলছি না যে, তা কেশ মুন্ডন করে; বরং দ্বীন মুন্ডন (ধ্বংস) করে ফেলে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান আছে! তোমরা বেহেশ্তে ততক্ষণ প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান এনেছ। আর (পূর্ণ) ঈমানও ততক্ষণ পর্যন্ত আনতে পারবে না যতক্ষণ না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের কথা বাতলে দেব না; যা তোমাদের ঐ সম্প্রীতিকে দৃঢ় করবে? তোমাদের আপোসে সালাম প্রচার কর।” *(তিরমিযী, বাযযার, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহ তিরমিযী ২০৩৮নং)*

৩২৬- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের আপোসে (এক অপরের বিরুদ্ধে) বিদ্বেষ পোষণ করা হতে দূরে থেকো। কারণ, তা হল (দ্বীন) ধ্বংসকারী।" *(সহীহ তিরমিযী ২০৩৬নং)*

গর্ব ও অহংকার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। *(সূরা নাহল ২৩ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, তুমি (অহংকারবশে) মানুষকে মুখ বাঁকায়ো না (অবজ্ঞা করো না) এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা লুক্বমান ১৮ আয়াত)*

৩২৭- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ ও হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ বলেন, "গৌরব ও গর্ব খাস আমার গুণ। সুতরাং যে তাতে আমার অংশী হতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।" *(মুসলিম ২৬২০নং)*

৩২৮- হযরত হারেসাহ বিন অহাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "আমি তোমাদেরকে দোযখবাসী কারা তা বলে দেব না কি? প্রত্যেক রূঢ়-স্বভাব, দাম্ভিক, অহংকারী ব্যক্তি।" *(বুখারী ৪৯১৮, মুসলিম ২৮৫৩ নং)*

৩২৯- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।" এক ব্যক্তি বলল, 'লোকে তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কি হবে?)' নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা-পোষাক পরায়

অহংকার নেই।) অহংকার হল, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।” *(মুসলিম ৯১নং, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬)*

৩৩০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সহিত চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।” *(বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮নং)*

৩৩১- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি মনে মনে গর্বিত হবে অথবা চলনে অহমিকা প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।” *(আহমদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, হাকেম ১/ ১৬০, সহীহুল জামে’ ৬১৫৭নং)*

মিথ্যা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত (হেদায়াত) করেন না। *(সূরা মু’মিন ২৮ আয়াত)*

৩৩২- হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, অবশ্যই সত্যবাদিতা পুণ্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পুণ্য পথপ্রদর্শন করে বেহেশ্তের প্রতি। আর মানুষ সত্য বলতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট দারুন সত্যবাদী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা পাপের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ পথপ্রদর্শন করে দোযখের প্রতি। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ভীষণ মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।” *(বুখারী ৬০৯৪ নং, মুসলিম ২৬০৭ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী)*

৩৩৩- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা দিলে খেলাপ করে এবং চুক্তি করলে ভঙ্গ করে।” *(বুখারী ৩৩, মুসলিম ৫৯নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশী আছে, “যদিও সে ব্যক্তি নামায পড়ে রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।”

৩৩৪- হযরত মুআবিয়া বিন হাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺকে বলতে শুনেছি যে, “দুর্ভোগ তার জন্য, যে লোকদেরকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা (বানিয়ে) বলে। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য।” *(আহমদ, আবূ দাউদ ৪৯৯০, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৭১৩৬নং)*

দু’মুখে কথা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৩৫- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা দেখবে মানুষ খনিজ সম্পদের মত। (খনির কিছু তো লোহার হয়, কিছু সোনার, আবার কিছু তো কয়লার। অনুরূপ মানুষও; কিছু ভালো, কিছু মন্দ।) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল ইসলামী যুগেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে।

আর এ (সরকারী পদ) গ্রহণকে যারা খুবই অপছন্দ করবে তাদেরকেই তোমরা ভালো লোক হিসাবে দেখতে পাবে।

পক্ষান্তরে সব চাইতে মন্দ লোক হিসাবে তাকে পাবে, যে দু’ মুখো (সাপ); যে এ দলে মিশে এক মুখে কথা বলে এবং অপর দলে মিশে আর এক মুখে কথা বলে।” *(মালেক, বুখারী ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, মুসলিম ২৫২৬নং)*

৩৩৬- হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “দুনিয়াতে যে ব্যক্তির দু’টি মুখ হবে (দু’মুখে কথা বলবে) কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির আগুনের দু’টি জিভ হবে।” *(আবূ দাউদ ৪৮৭৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৯২নং)*

আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবং বিশেষতঃ আমানতের কসম খাওয়া, অনুরূপ কসম করে 'আমি মুসলমান নই বলা' হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৩৭- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি এক ব্যক্তিকে কা’বার নামে কসম খেতে শুনে বললেন, ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া যাবে না। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খেল, সে অবশ্যই কুফরী অথবা শির্ক করল।” *(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে’ ৬২০৪নং)*

৩৩৮- হযরত বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমানতের কসম করে সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।” *(আবূ দাউদ ৩২৫৩, আহমদ ৫/৩৫২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪নং)*

৩৩৯- উক্ত হযরত বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কসম করে বলে, ‘(যদি এই করি তাহলে) আমি মুসলমান নই!’ সে ব্যক্তি যদি (তার কসমে) মিথ্যাবাদী হয় তবে সে যা বলেছে তাই। (অর্থাৎ, সে মুসলমান থাকবে না।) কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে ইসলামের দিকে কখনই নিরাপদে ফিরবে না।” *(আবূ দাউদ ৩২৫৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২১০০, হাকেম ৪/২৯৮, সহীহ আবূ দাউদ ২৭৯৩নং)*

❁ বলা বাহুল্য, যদি কেউ তার কসমকে সত্য প্রমাণিত করে; যেমন যদি বলে যে, ‘আমি যদি অমুক কাজ করি তাহলে আমি মুসলমান নই, অতঃপর সে সত্যই জীবনেও সে ঐ কাজ না করে তবুও তার ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এই দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা মুখে আনাও পাপ।

আল্লাহর উপর কসম খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৪০- হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন

না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বললেন, 'কে সে আমার উপর কসম খায় যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি অমুককেই ক্ষমা করলাম। আর তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিলাম।" *(মুসলিম ২৬২১নং)*

খেয়ানত ও প্রতারণা করা, সন্ধি বা চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করা বা তার উপর যুলুম করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, ---আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। কারণ, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা ইসরা' ৩৪ আয়াত)*

৩৪১- হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন পূর্বেকার ও পরেকার সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন তখন প্রত্যেক (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী) প্রতারকের জন্য একটি করে পতাকা উড্ডয়ন করা হবে, আর বলা হবে, 'এ হল অমুকের পুত্র অমুকের প্রতারণা।" *(মুসলিম ১৭৩৫নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী)*

৩৪২- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী হব; তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।" *(বুখারী ২২২৭,২২৭০নং)*

৩৪৩- হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সন্ধি অথবা চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী) মানুষকে হত্যা করবে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমদ, বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৪৫৭নং)*

যোগ-যাদু করা, কিছুকে অশুভ লক্ষণ বা কুপয় মনে করা, জ্যোতিষী ও গণকের নিকট গমন এবং তারা যা বলে তা সত্য মনে করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৪৪- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।” *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

৩৪৫- হযরত ইমরান বিন হুসাইন ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোন বস্তু, ব্যক্তি কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা) করা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) যাদু করা হয়।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ৫৪৩৫নং)*

৩৪৬- নবী ﷺ এর কতিপয় পত্নী কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোন (ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়বী) বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হয় না।” *(মুসলিম ২২৩০নং)*

❁ এখানে লক্ষণীয় যে, গণক বা জ্যোতিষীকে কোন ভাগ্য-ভবিষ্যৎ বা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের কথা কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করার ঐ শাস্তি। নচেৎ জিজ্ঞাসার পর সে যা বলে তা সত্য মনে করার পাপ আরো ভীষণ। এ ব্যাপারে পরবর্তী হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৩৪৭- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে তা সত্য মনে

(বিশ্বাস) করল সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ (কুরআনের) প্রতি কুফরী করল।" *(আহমদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৯৩৯নং)*

❁ অর্থাৎ, এমন দাজ্জালের ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়বী কথায় বিশ্বাস করা হল কুরআন অমান্য করার নামান্তর। কারণ, কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়বী বিষয়ের জ্ঞান রাখে না--। *(সূরা নাম্‌ল ৬৫ আয়াত)*

৩৪৮- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কিছু পরিমাণও জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করল, সে ব্যক্তি আসলে যাদু-বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। আর এইভাবে যত বেশী সে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করবে আসলে তত বেশীই যাদু-বিদ্যা শিক্ষা করবে। (আর এ কথা বিদিত যে, যাদু শিক্ষা করা হল ইসলাম ও ঈমান-বিনাশী আমল।) *(আহমদ ১/২২৭, ৩১১, আবূ দাউদ ৩৯০৫, ইবনে মাজাহ ৩৭২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯৩নং)*

৩৪৯- হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শির্ক। কিছুকে কুপয় মনে করা শির্ক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শির্ক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর করে দেন।" *(আহমদ ১/৩৮৯, ৪৪০, আবূ দাউদ ৩৯১০, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৩০নং)*

মানুষ ও পশু-পক্ষীর মূর্তি বা ছবি বানানো এবং তা ঘরে সাজানো বা টাঙ্গানো হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৫০- হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে সব লোকেরা এই সকল মূর্তি বা ছবি বানায় তাদেরকে কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণদান

কর।” *(বুখারী ৪৯৫১, মুসলিম ২০১৮নং)*

৩৫১- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কোন সফর থেকে নবী ﷺ ঘরে ফিরে এলেন। তখন আমি ঘরের একটি তাকের উপর ছবিযুক্ত একটি (পাতলা) পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। ঐ পর্দাটি দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ এর চেহারা (রাগে) রঙ্গিন (লাল) হয়ে গেল। তিনি (তা ছিঁড়ে ফেলে) বললেন, “হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিনতম আযাবের উপযুক্ত তারা, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকারিতায় আনুরূপ্য অবলম্বন করে।”

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, পরে আমরা ঐ পর্দাটিকে কেটে একটি অথবা দু’টি তাকিয়া (ঠেস দেওয়ার বালিস) তৈরী করলাম। *(বুখারী ৫৯৫৪, মুসলিম ২১০৭নং)*

৩৫২- সাঈদ বিন আবুল হাসান বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ‘আমি একজন (শিল্পী) মানুষ; এই সকল মূর্তি বা ছবি তৈরী করে থাকি। সুতরাং এর (বৈধ-অবৈধতার) ব্যাপারে আপনি আমাকে ফতোয়া দিন।’ ইবনে আব্বাস ﷺ তাকে বললেন, ‘আমার নিকটবর্তী হও।’ লোকটি তাঁর কাছে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ‘আরো কাছে এস।’ লোকটি আরো কাছে গেল। অতঃপর তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট থেকে যা শুনেছি তাই তোমাকে জানাব; আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা দোযখে যাবে। সে যে সব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরী করা হবে; যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।” পরিশেষে ইবনে আব্বাস বললেন, আর যদি তুমি একান্ত করতেই চাও তবে গাছ ও রূহবিহীন বস্তুর ছবি বানাও। *(বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, মুসলিম ২১১০নং)*

৩৫৩- হযরত আবূ তালহা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।” *(বুখারী ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

৩৫৪- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দু’টি চোখ; যদ্দ্বারা সে দর্শন করবে, দু’টি কান; যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যদ্দ্বারা সে কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, ‘তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্যকেও আহ্বান (শির্ক) করেছে এবং যারা ছবি বা মূর্তি প্রস্তুতকারী।” *(আহমদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১২নং)*

পাশা-জাতীয় খেলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৫৫- হযরত বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করল।” *(মুসলিম ২২৬০, আবূ দাউদ ৪৯৩৯নং, ইবনে মাজাহ ৩৭৬৩নং)*

৩৫৬- হযরত আবূ মূসা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।” *(মালেক, আবূ দাউদ ৪৯৩৮, ইবনে মাজাহ ৩৭৬২নং, হাকেম ১/৫০, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে’ ৬৫২৯নং)*

❁ উক্ত হাদীসদ্বয়ে ‘নার্দ বা নার্দশীর’ খেলাকে স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে। ‘নার্দ’ হল পাশা-দাবা জাতীয় এক প্রকার পারস্যদেশীয় খেলা। এ খেলা সাধারণতঃ কুঁড়ে ও অকর্মণ্য লোকেদের খেলা। অনুরূপ খেলা ডাইস পাশা, দাবা, তাস, কেরামবোর্ড প্রভৃতি। যেমন জায়েয নয় পায়রা উড়িয়ে খেলা। এ সবে পয়সার বাজি থাকলে তো জুয়ায় পরিণত হয়।

একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে পায়রা উড়িয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, “শয়তান শয়তানের অনুসরণ করছে।” *(ইবনে মাজাহ প্রভৃতি, মিশকাত ৪৫০৬নং)*

মোট কথা, যে খেলায় জিহাদের অনুশীলন হয়, অথবা মুসলিমের দ্বীন, জান ও স্বাস্থ্য-রক্ষায় এবং শারীরিক সুস্থতায় উপকার লাভ হয় সে খেলা ছাড়া অন্য

কোন প্রকার খেলাধূলা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য এতেও শর্ত হল, তা যেন নামায, আল্লাহর স্মরণ ও অন্যান্য ইবাদত থেকে উদাসীন ও গাফেল না করে এবং তাতে যেন শরীয়ত-বিরোধী লেবাস; যেমন হাঁটুর উপর কাপড় না হয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সেই কর্ম (খেলা) যা আল্লাহর স্মরণের পর্যায়ভুক্ত নয় তা অসার ভ্রান্তি ও বাতিল। অবশ্য চারটি কর্ম এরূপ নয়; হাতের নিশানা ঠিক করার উদ্দেশ্যে তীর খেলা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিজ স্ত্রীর সহিত প্রেমকেলি করা এবং সাঁতার শিক্ষা করা।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৫নং)*

বিশেষ ধরনের বসা ও কুসঙ্গী হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যখন তুমি দেখবে যে, তারা আমার নিদর্শন (আয়াত) সম্বন্ধে (সমালোচনামূলক) নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে (এ কথা) ভুলিয়ে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি (এই বিধান) অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে বসবে না; নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে।

অবশ্যই আল্লাহ মুনাফিক (কপট) ও কাফের (অবিশ্বাসী)দের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। *(সূরা নিসা ১৪০ আয়াত)*

৩৫৭- হযরত আবূ মূসা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সুসঙ্গী ও কুসঙ্গীর উপমা তো আতর-ওয়ালা ও কামারের মত। আতর ওয়ালা (এর পাশে বসলে) হয় সে তোমার দেহে (বিনামূল্যে) আতর লাগিয়ে দেবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে তা ক্রয় করবে। তা না হলেও (অন্ততঃপক্ষে) তার নিকট থেকে এমনিই সুবাস পেতে থাকবে।

পক্ষান্তরে কামার (এর পাশে বসলে) হয় সে (তার আগুনের ফিনকি দ্বারা) তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, না হয় তার নিকট থেকে বিকট দুর্গন্ধ পাবে।” *(বুখারী ২১০১, মুসলিম ২৬২৮নং)*

৩৫৮- হযরত শারীদ বিন সুয়াইদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমার নিকট এলেন। তখন আমি এমন ঢঙে বসেছিলাম যে, বাম হাতকে পশ্চাতে রেখেছিলাম এবং (ডান) হাতের চেটোর উপর ভরনা দিয়েছিলাম। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, “(আল্লাহর) ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী)দের বসার মত বসো না।” *(আহমদ ৪/৩৮৮, আবূ দাউদ ৪৮৪৮নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৬৯, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৫৮নং)*

৩৫৯- আবূ ইয়ায কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ এর এক সাহাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি স্থানে বসতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, “(রোদ ও ছায়ার মাঝে বসা হল) শয়তানের বৈঠক।” *(আহমদ ৩/৪১৩, হাকেম ৪/২৭১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৩৮নং)*

বিনা ওযরে উবুড় হয়ে শয়ন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৬০- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তখন সে উবুড় হয়ে শুয়ে ছিল। তিনি নিজ পা দ্বারা তাকে স্পর্শ করে বললেন, “এ ঢঙের শয়নকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ পছন্দ করেন না।” *(আহমদ ২/২৮৭, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৭১, সহীহুল জামে’ ২২৭০ নং)*

শিকারী ও প্রহরী ছাড়া অন্য কুকুর পোষা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৬১- হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি শিকার অথবা (মেষ ও ছাগ-পালের) পাহারার কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর (বাড়িতে) পালে সে ব্যক্তির সওয়াব হতে প্রত্যহ দুই ক্বীরাত পরিমাণ কম হতে থাকে।” *(মালেক, বুখারী ৫৪৮১, মুসলিম ১৫৭৪, তিরমিযী, নাসাঈ)*

۞ উক্ত হাদীসে ক্বীরাতের পরিমাণ কত তা আল্লাহই জানেন। মোট কথা হল, শখের বশে কুকুর পুষলে প্রত্যহ কিছু পরিমাণ সওয়াব কম হতে থাকবে।

৩৬২- হযরত আবূ তালহা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সে গৃহে (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি (বা ছবি) থাকে।” *(আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ৭২৬২নং)*

একাকী অথবা মাত্র দু’জনে সফর করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৬৩- আম্‌র বিন শুআইবের পিতামহ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে এলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার সঙ্গে কে ছিল?” লোকটি বলল, ‘কেউ ছিল না।’ এ শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “একাকী সফরকারী শয়তান, দু’জন মিলে সফরকারীও দু’টি শয়তান। আর তিনজন মিলে সফরকারী হল (শয়তান মুক্ত) সফরকারী।” *(আহমদ, আবূ দাউদ ২৬০৭নং, তিরমিযী, হাকেম ২/১০২, সহীহুল জামে’ ৩৫২৪নং)*

۞ শয়তান মুমিনকে একা-দোকা পেয়ে কষ্ট দিতে ভারী সুযোগ ও অত্যন্ত মজা পায়। তাই একলা বা দোকলা সফরকারীকে শয়তান বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, জামাআতবদ্ধভাবে সফর করলে বিপদ-আপদে সহায়তা লাভ হয় এবং লাঘব হয় সফরের কষ্ট। তা ছাড়া সফর ও বিদেশবাস যে কত কষ্ট তা তো মুসাফির ও প্রবাসীরাই জানে।

সফর ইত্যাদিতে কুকুর ও ঘন্টা সঙ্গে করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৬৪- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে কাফেলার সঙ্গ দেন না, যে কাফেলার সাথে কুকুর অথবা ঘন্টা থাকে।” *(মুসলিম ২১১৩, আবু দাউদ ২৫৫৫নং, তিরমিযী আহমদ, ইবনে হিব্বান)*

৩৬৫- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ঘন্টা হল শয়তানের বাঁশি।” *(মুসলিম ২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬, আহমদ ২/৩৬৬, ৩৭২, বাইহাকী ৫/২৫৩)*

❁ পশুর গলায় যে ঘন্টা বাঁধা হয় তার শব্দ মুসলিমকে আল্লাহর যিক্‌র ও সুচিন্তা থেকে উদাসীন করে ফেলে তাই তাকে শয়তানের বাঁশি বলা হয়েছে। সুতরাং অনুমেয় যে, বাদ্যযন্ত্র কি?

এতো গেল পশুর গলায় ঘন্টার কথা। সুতরাং (নুপুর, খুঁটকাঠি, চুড়ি প্রভৃতির) ঘন্টা বা ঘুঙুর মহিলার সাথে থাকলে সেখানে শয়তানের আধিপত্য ও প্রভাব যে কত বেশী হবে তা অনুমেয়।

বিষয়-বিতৃষ্ণা সংক্রান্ত অধ্যায়

বিষয়াসক্তি ও দুনিয়াদারী হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴾ ﴿

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক গর্ববোধ ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভে প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা হল বৃষ্টি, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়ে যায়। (কিন্তু যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করে দুনিয়াদারীতে মশগুল থাকে তার জন্য) পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর (আখেরাতকামী মুমিনদের জন্য) রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ বৈ কিছুই নয়। *(সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)*

﴾ ﴿

অর্থাৎ, কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে ওর জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি; যেখানে সে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। *(সূরা ইসরা’ ১৮-১৯ আয়াত)*

৩৬৬- হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, “হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিরত হও, আমি তোমার হৃদয়কে ধনবত্তায় এবং উভয় হাতকে রুযীতে ভরে দেব। হে আদম সন্তান! আমার নিকট থেকে দূরে সরে যেওনা। নচেৎ তোমার

হৃদয়কে অভাব দিয়ে এবং উভয় হাতকে কর্মব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।” *(হাকেম ৪/৩২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৫৯নং)*

৩৬৭- হযরত যায়েদ বিন সাবেত ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার দারিদ্রকে তার দুই চক্ষুর সামনে করে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট উপস্থিত হয়।” *(ইবনে মাজাহ ৪১০৫ নং, ত্বাবারানীর আউওসাত, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৯নং)*

জানাযা ও তার পূর্বকালীন কর্ম-বিষয়ক অধ্যায়

তাবীয ও কবচ ব্যবহার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৬৮- হযরত উকবাহ বিন আমের ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট (বাইআত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হল। তিনি ন’জনের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বাইআত নিলেন না। সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন’জনের বাইআত গ্রহণ করলেন কিন্তু এর করলেন না কেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, “ওর দেহে কবচ রয়েছে তাই।” অতঃপর তিনি নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর তার নিকট থেকেও বাইআত নিলেন এবং বললেন, “যে ব্যক্তি কবচ লটকায় সে ব্যক্তি শির্ক করে।” *(আহমদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৯২নং)*

৩৬৯- হযরত ইবনে মসঊদ ﵁ এর পত্নী যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, “এক বুড়ি আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত এবং সে বাতবিসর্প-রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের ছিল লম্বা খুরো-বিশিষ্ট

খাট। (স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন তখন গলা-সাড়া বা কোন আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি বাড়িতে এলেন। (এবং অভ্যাসমত বাড়ি প্রবেশের সময় গলা-সাড়া দিলেন।) বুড়ি তাঁর আওয়াজ শোনামাত্র লুকিয়ে গেল। এরপর তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমার দেহ স্পর্শ করলে (গলায় ঝুলানো মন্ত্র-পড়া) সুতো তাঁর হাতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, ‘এটা কি?’ আমি বললাম, ‘সুতো-পড়া; বাতবিসর্পরোগের জন্য ওতে মন্ত্র পড়া হয়েছে।’ একথা শুনে তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, ‘ইবনে মসঊদের বংশধর তো শির্ক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।”

যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, ‘কিন্তু একদা আমি বাইরে বের হলাম। হঠাৎ করে আমাকে অমুক লোক দেখে নিল। অতঃপর আমার যে চোখটা ঐ লোকটির দিকে ছিল সেই চোখটায় পানি ঝরতে লাগল। এরপর যখনই আমি ঐ চোখে মন্ত্র পড়াই তখনই পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। আর যখনই না পড়াই তখনই পানি ঝরতে শুরু করে। (অতএব বুঝা গেল যে, মন্ত্রের প্রভাব আছে।)’

ইবনে মসঊদ ﷺ বললেন, “ওটা তো শয়তানের কারসাজি। যখন তুমি (মন্ত্র পড়িয়ে) ওর আনুগত্য কর তখন সে ছেড়ে দেয় (এবং তোমার চোখে পানি আসে না)। আর যখনই তুমি তার আনুগত্য কর না তখনই সে নিজ আঙ্গুল দ্বারা তোমার চোখে খোঁচা মারে (এবং তার ফলে তাতে পানি আসে; যাতে তুমি মন্ত্রকে বিশ্বাস কর এবং শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়)। তবে যদি তুমি সেই কাজ করতে, যা আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম ও মঙ্গল হত এবং অধিকরূপে আরোগ্য লাভ করতে। আর তা এই যে, চোখে পানি ছিটাতে এবং বলতে,

.

(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)

❁ কুরআনী আয়াত বা সহীহ দুআ দরূদ দ্বারা ঝাঁড়-ফুঁক করা জায়েয। তবে শির্কী বাক্য-সম্বলিত ঝাঁড়-ফুক বা মন্ত্র দ্বারা রোগী ঝাড়া শির্ক। যেমন দেব-দেবী, ফিরিশ্তা, জিন, শয়তান, ওলী-আওলিয়া প্রভৃতির নাম নিয়ে অথবা আবোল-তাবোল অবোধগম্য মনগড়া বাক্য দিয়ে ঝাঁড়-ফুঁক করা শির্ক। আর শির্ক মন্ত্রে যে কাজ হয় তা হল শয়তানের কারসাজি।

অনুরূপ অকুরআনী তাবীয ব্যবহার করা শির্ক। কিন্তু কুরআনী তাবীয ব্যবহার শির্ক না হলেও তা অবৈধ। কারণ, (নাপাক অবস্থায় ব্যবহার করে) তাতে কুরআনের অবমাননা হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হলেও যোগ করা শির্ক।

মাতম করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৭০- হযরত উমার বিন খাত্তাব ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করার ফলে কবরে তাকে আযাব দেওয়া হয়।” *(বুখারী ১২৯২, মুসলিম ৯২৭, ইবনে মাজাহ ১৫৯৩নং, নাসাঈ)*

❁ মৃতব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার পরিবারবর্গকে নিজ মৃত্যু দরুন মাতম করার অসিয়ত করে অথবা মাতম না করার অসিয়ত না করে মারা গেলে এবং এর ফলে তার পরিবারবর্গ মাতম করে কান্নাকাটি করলে তার কবরে আযাব হবে।

৩৭১- হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মানুষের মাঝে দুটি কর্ম এমন রয়েছে যা কুফরী (কাফেরদের কাজ)। (প্রথমটি হল,) বংশে খোঁটা দেওয়া এবং (দ্বিতীয়টি হল,) মৃতের জন্য মাতম করা।” *(মুসলিম ৬৭নং)*

৩৭২- হযরত আবূ মালেক আশআরী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।”

তিনি আরো বলেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে মারা যায় তাহলে কিয়ামতের দিনে তাকে গলিত (উত্তপ্ত) তামার পায়জামা (শেলোয়ার) ও চুলকানিদার (অথবা দোযখের আগুনের তৈরী) কামীস পরা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।" *(মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

৩৭৩- হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন (আমার স্বামী) আবূ সালামাহ (মক্কা থেকে মদীনায় এসে) মারা যান তখন আমি বললাম, 'বিদেশী বিদেশে থেকেই মারা গেল! আমি তার জন্য এত কান্না কাঁদব যে, লোকমাঝে তার চর্চা হবে। এরপর আমি স্বামীর জন্য কাঁদার প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। এমন সময় মদীনার পার্শ্ববর্তী পল্লী থেকে এক মহিলা আমার মাতমে যোগদান করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল।

কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ তার সামনে এসে বললেন, "যে ঘর থেকে আল্লাহ শয়তানকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন সেই ঘরেই তুমি কি শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও।" এরূপ তিনি দু'বার বললেন। ফলে কান্না করা হতে আমি বিরত হলাম, আর কাঁদলাম না।' *(মুসলিম ৯২২নং)*

৩৭৪- হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) গালে চাপড় মারে গলা ও বুকের কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলী যুগের (লোকেদের) মত ডাক ছেড়ে মাতম করে!" *(বুখারী ১২৯৪, ২১৯৭, মুসলিম ১০৩, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৫৮৪নং, আহমদ, ইবনে হিব্বান)*

৩৭৫- হযরত আবূ বুরদাহ ﷺ বলেন, (আমার পিতা) আবূ মূসা আশআরী একদা অসুখের যন্ত্রণায় মূর্ছা গেলেন। সে সময় তাঁর এক পরিবারের কোলে তাঁর মাথা রাখা ছিল। সে তখন সুর ধরে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিল। সে অবস্থায় আবু মূসা তাকে বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, 'সেই লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যে লোক হতে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ সে মহিলা হতে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন, যে (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) উচ্চরবে বিলাপ

করে, মাতম করে, মাথার কেশ মুন্ডন করে এবং নিজের পরিহিত কাপড় ছেঁড়ে। *(বুখারী কাটা সনদে ১২৯৬নং, মুসলিম ১০৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮৬নং, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

❁ বর্তমান পরিবেশেও মাতম করে কান্না করা মহিলাদের এক শিল্পকলা। তাই দেখা যায়, যে মাতম করে কাঁদে তার লোকমাঝে নাম করা হয় এবং যে কাঁদে না তার বদনাম হয়। সুতরাং এসব হাদীস শুনে ঐ হতভাগীদের অভিভাবকরা সোচ্চার হবেন কি?

কবর যিয়ারত করা হতে মহিলাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

৩৭৬- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, “অধিক কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৫৭৬নং, ইবনে হিব্বান, আহমদ ২/৩৩৭, ৩৫৬)*

❁ সাধারণতঃ নারী হল দুর্বলমনা, আবেগময়ী। নারীর ধৈর্য, সহ্য ও স্থৈর্য পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। তাছাড়া নারীকে নিয়ে সংঘটিত পাপের পরিমাণও অধিক। তাই নারীর জন্য মূলতঃ কবর-যিয়ারত বৈধ হলেও অধিকরূপে যিয়ারতকারিণী অভিশপ্তা।

কবরের উপর বসা এবং মৃতের হাড় ভাঙ্গা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৭৭- হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির আঙ্গারে বসে তার কাপড় পুড়ে দেহের চামড়া পুড়ে যাওয়াটা কোন কবরের উপর বসার চাইতে অধিক উত্তম।” *(মুসলিম, ৯৭১, আবূ দাউদ ৩২২৮নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে হিব্বান)*

৩৭৮- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মৃত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গা জীবিত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গার সমান।” (অর্থাৎ উভয়ের পাপ সমান।) *(আবূ দাউদ ৩২০৭, ইবনে মাজাহ ১৬১৬,, ইবনে হিব্বান, আহমদ, সহীহুল জামে’ ৪৪৭৯নং)*

কবরের উপর গম্বুজ, মসজিদ, মাযার বা দর্গা নির্মাণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

৩৭৯- হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন যে, “আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।” *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত